Annual Social Function of the College (2022-23)

বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ

অন্বেষণ

২০২২-২৩

'ANWESHAN' - 2022-23

College Main Campus (Over view)

College Main Gate

Printed by : BARNANA Press, Jogeshpally, Bankura

বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ

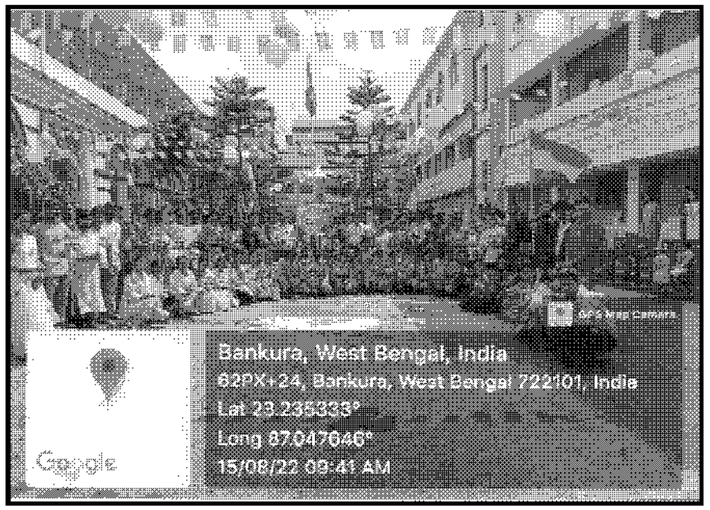

অন্বেষণ

বার্ষিক পত্রিকা

২০২২ - ২০২৩

প্রকাশক ঃ ডঃ সমীর কুমার মুখার্জী
অধ্যক্ষ, বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ।

পত্রিকা কমিটি ঃ ডঃ সমীর কুমার মুখার্জী
সি.এ. সুব্রত জানা
ডঃ অরুণাভ চট্টোপাধ্যায়
ডঃ তাপস কুমার দত্ত
উত্তম মণ্ডল
দীনবন্ধু ঘোষ
ডঃ সুশোভন ভৌমিক
হরিপদ হেমব্রম
ডঃ মৃদুলা সরকার
কবিতা তা
ডঃ কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
সবিতা মুখার্জী
সপ্তর্ষি রায়

মুদ্রণে ঃ 'বর্ণনা' অফসেট প্রেস,
যোগেশপল্লী, বাঁকুড়া - ৭২২১০১
মোঃ ৯৪৩৪৫৮৭৪৫০

Created by Universal Document Converter

MEMBERS OF THE GOVERNING BODY (2023 – 2026)

1.	Shri Arup Chakraborty MLA	(President)
2.	Dr. Samir Kumar Mukherjee	(Principal / Secretary)
3.	Shri Samiran Sengupta	(BST Nominee)
4.	Dr. Bandana Sinha Mahapatra, Associate Prof.	(State Govt. Nominee)
5.	Dr. Druheen Chakrabortty, Assistant Prof.	(State Govt. Nominee)
6.	Mitra Sannigrahi, Assistant Prof.	(University Nominee)
7.	Dr. Manik Lal Das, Associate Prof.	(University Nominee)
8.	Dr. Shantanu Hazra, Associate Prof.	(Teachers' Representative)
9.	Dr. Rajendra Prasad Mondal, Associate Prof.	(Teachers' Representative)
10.	Dr. Swadesh Mandal, Assistant Prof.	(Teachers' Representative)
11.	CA Subrata Jana, Associate Prof. & Bursar	(Invitee Nominee)
12.	Shri Debasis Dutta	(Non-teaching Staff Representative)
13.	Shri Ayandip Gorai, Students' Representative	(Invitee Nominee)

।। পত্রিকা কমিটির নিবেদন ।।

বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজের বাৎসরিক পত্রিকা 'অন্বেষণ - ২০২২' প্রকাশিত হলো। এ এক অনুপম প্রচেষ্টা — অভিনব এবং অতুলনীয় হয়ে উঠেছে রূপে ও স্বরূপে।

বাঙালি চিরকালই ভাবুক জাতি। বাঙালির মনে ভাবের অভাব নেই। তাই বাংলার মাটিকে ধন্য করে আবির্ভূত হয়েছেন বহু শিল্পী, সাহিত্যিক।

মানব জাতি যুগ যুগ ধরে আনন্দ অন্বেষণ করে চলেছে। দুঃখের গভীর থেকে সাহিত্যের জন্ম হলেও তার মূল লক্ষ্য আনন্দ। সাহিত্যিক লিখে আনন্দ পান, লেখা প্রকাশ করে আনন্দ পান। সেই লেখা পড়ে পাঠক আনন্দিত হলে সাহিত্যিক আবার আনন্দ পান।

আমাদের কলেজের প্রতিষ্ঠিতদের সঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় প্রতিভাবান লেখক অনেক। তাই সারা বছর ধরে চলে পত্রিকা প্রকাশের জন্য লেখা সংগ্রহের কাজ। সকলের আগ্রহ এবং উৎসাহ সর্বদাই নজর কাড়ে।

অন্বেষণ-২০২২ পূর্ণ হয়ে উঠেছে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষাকর্মী ও অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের মহামূল্যবান লেখায় এবং লেখা প্রকাশে বিবিধভাবে সহযোগিতায়। এই প্রকাশ যেমন পুরাতন দিনগুলিকে আমাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলেছে তেমনি আগামীকে করে তুলবে উজ্জ্বল।

সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে পূর্ণহোক আমাদের অন্বেষণ। সফল ও সার্থক হোক শুভ প্রচেষ্টা।

সকলের জন্য শুভেচ্ছা সহ নিবেদন এই।

নিবেদক

পত্রিকা কমিটির সদস্যবৃন্দ

বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ কেন্দুয়াডিহি, বাঁকুড়া।

Created by Universal Document Converter

।।অধ্যক্ষের কলমে।।

বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ প্লাটিনাম জয়ন্তীতে প্রবেশ করল। ১৯৪৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে তথা বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এই ৭৫ বছরে আমরা আজ স্বগর্বে বলতে পারি "আমরা সাফল্য পেয়েছি। আরও এগিয়ে যেতে হবে আগামী দিনে।" আমাদের ক্যাম্পাস ছোট ঠিক-ই, কিন্তু হৃদয়টা এতো বড় করেছি যে সবাই এখানে মিলেমিশে একান্নবর্তী পরিবারের মতো নিজেদেরকে একসাথে মানিয়ে নিয়েছি। কলেজের সার্বিক উন্নতি, সে পরিকাঠামোই (Infrastructure) হোক, ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক হোক, ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্র গঠন থেকে শুরু করে, তাদের কলেজে উপস্থিতি, পঠন-পাঠন, পরীক্ষার ফলাফলের উন্নতি, সবার একান্ত আন্তরিক প্রয়াস সমাজে এক দৃষ্টান্ত স্থাপনের দিকে এগিয়ে চলেছে। এটাই আমাদের সন্তুষ্টি। কলেজ পরিবারের একজন অংশীদার হিসাবে গর্ব অনুভব করি, যখন দেখি আমাদের-ই ছাত্র-ছাত্রীরা আজ দেশ-বিদেশের দিকে দিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উজ্জ্বল সাফল্য লাভ করে এই কলেজের ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছে, যে ঐতিহ্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন আমাদের পূর্বসূরীগণ, আমাদের মাতৃস্থানীয় সেবা সংগঠন তথা 'বাঁকুড়া সম্মিলনী ট্রাস্ট' বডি, যার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯১১ সালে। কলেজের এই গৌরবময় দিনে এই সকল প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও মহান ব্যক্তিদের উজ্জ্বল স্মৃতি ভুলে গেলে চলবে না। এই লেখনীর মাধ্যমে তাঁদেরকে আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি।

ন্যাক্(NAAC / National Assessment and Accreditation Council) মূল্যায়ন এই মুহূর্তে আমাদের কাছে এক বড় চ্যালেঞ্জ এবং পাখির চোখ। খুবই বিচক্ষণতার সাথে যাবতীয় তথ্য হাতে নিয়ে আমরা এগিয়ে চলছি আরও ভাল গ্রেড পাওয়ার লক্ষ্যে। ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠন থেকে শুরু করে, শিক্ষণ পদ্ধতি ও পরিকাঠামোর উন্নতি, ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন সেবামূলক কাজের সাথে যুক্ত হওয়া (NSS ও NCC-র মাধ্যমে) তাদের কর্মদক্ষতার পরিচয় তুলে ধরা, কলেজের উন্নতিকল্পে পরিচালন সমিতি, প্রাক্তনী, অভিভাবকদের সৎভাবনা ও সৎপ্রয়াস সবই আমরা **Self Study Report (SSR)**-এ চিত্রিত করার প্রচেষ্টা করেছি।

এটা ঠিক যে গত দুইবছর অর্থাৎ ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ করোনা মহামারীর কারণে সারাবিশ্বের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ুয়ারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মাস্ক ব্যবহার, Sanitization, Social distancing-এর সরকারি কড়া বিধির মধ্যে নিজেদেরকে এমনভাবে বাঁধতে হয়েছিল যে, শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলকে ঘরের চারদেওয়ালের মধ্যে থাকাটাই শ্রেয় মনে হয়েছিল। হাঁপিয়ে উঠেছিল সকলে। On line class, On-line পরীক্ষা, Webinar, On-line meeting এমনকি work from home -এই আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। ভালো মন্দের মেশামেশি এক **New Normal** জীবন যাপনে আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। করোনার প্রকোপ আজ তলানিতে এসে ঠেকেছে। অভিশাপ মুক্ত হয়ে যেন এক নতুন জীবনে প্রবেশ করেছি, যেখানে আমরা কিছু নুতন ভাল জিনিস শিখেছি। আমরা শিখেছি কিভাবে দুর্যোগের দিনে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হয়। অনেক প্রিয়জনকে হারিয়ে আমরা আমাদের মধ্যে গড়ে

তুলেছি অসীম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা। আমরা দেখেছি কিভাবে করোনা রোগীদের নিঃস্বার্থ নিরলস সেবাদানের মাধ্যমে ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীগণ সমাজে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। আমরা দেখেছি, কোন গরিব ছাত্র-ছাত্রী যখন স্মার্ট ফোনের অভাবে on-line ক্লাস করতে পারছেনা তখন শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ একক অথবা সমবেত প্রচেষ্টায় স্মার্টফোন কিনে দিয়েছে। আমরাও তথা কলেজের ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী এই সেবাকর্মের যত্সামান্য অংশীদার হতে পেরে গর্ব অনুভব করি। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অধ্যাপক-অধ্যাপিকা-শিক্ষাকর্মীগণ একদিনের বেতন সংগ্রহ করে প্রায় এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা জমা করতে পেরেছিলাম, আবার অন্যদিকে করোনা রোগীদের অক্সিজেন সরবরাহ করতে স্থানীয় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে দুটি অক্সিজেন কন্সেন্ট্রেটর কিনে দিতে পেরেছিলাম। এর জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মী ছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকাও ছিল প্রশংসনীয়। কলেজের Students' Union fund থেকে চল্লিশ হাজার টাকা এই উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছিল।

কলেজের পাঠদানের সাথে সাথে আমাদের শিক্ষক সমাজের একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিহিত থাকে, যাতে ছাত্রছাত্রীরা উপযুক্ত মানুষ হয়ে উঠে, নিজের উন্নতি তথা নিজ স্বার্থ সিদ্ধির সাথে সাথে অন্যের সেবা করা, চরিত্র গঠন থেকে শুরু করে, মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা, নিজেদের মধ্যে জাতীয়তা বোধ গড়ে তোলা, যাতে তারা ভবিষ্যতে উপযুক্ত নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। কলেজের **NSS**-এর স্বেচ্ছাসেবী এবং **NCC** ক্যাডেট-রা এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

কলেজের পরিকাঠামো উন্নয়ন আমাদের অব্যাহত আছে। RUSA fund ও কিছুটা নিজস্ব fund-এর থেকে আমরা নূতন ক্যাম্পাস তৈরি করেছি। Ground floor-এ electrification হয়ে গেলে দু-একটি ডিপার্টমেন্টকে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রক্তনীদের কাছ থেকে কিছু আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ করে দোতলা করার পরিকল্পনা রেয়েছে। এই বিল্ডিং-এর পিছনেই রয়েছে 'মা সারদা' গার্লস হোস্টেল (সিট সংখ্যা-৬০) যা UGC ফান্ড থেকে নির্মিত। অমিয়দেবী গার্লস হোস্টেল থেকে ছাত্রীদেরকে এই নতুন হোস্টেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ২০১৭ সালেই।

কলেজের দীর্ঘদিনের সমস্যা যেটা ছিল তা হল কোন স্বীকৃত খেলার মাঠ, এবং উন্মুক্ত প্রাঙ্গনের অভাব। কলেজ গভর্নিং বডির বিশেষ তৎপরতায় আইলাকুন্দি তথা আমাদের সংহতি হোস্টেল প্রাঙ্গনে (চার একর জায়গা) কলেজের নামে রেকর্ড ভুক্ত করতে পেরেছি। Long term settlement -এর চুক্তিভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে ১৯৭৯ সাল থেকে এই জমি প্রাপ্ত হলেও জমির বকেয়া খাজনা ও সেলামি না দেওয়ার কারণে কলেজের নামে রেকর্ড ভুক্ত হয়নি। প্রতি বছর বাহান্তর হাজার টাকা রেন্ট ও সেলামি বাবদ সরকারের ঘরে এই টাকা জমা করতে হবে ২০৩৯ সাল পর্যন্ত। তারপর আবার নতুন করে এই রেন্ট ধার্য হবে। কলেজ গভর্নিং বডির আরও একটি শুভ উদ্দ্যোগ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। স্থানীয় প্রশাসন-এর সহায়তায় কলেজ ফান্ড থেকে প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই চার একর জমিতে বাউন্ডারী দেওয়াল দেওয়া সম্ভব হয়েছে। কলেজের অগোচরে নানান অহেতুক কারণে মাঠের যথেচ্ছ ব্যবহার, জবরদখল প্রচেষ্টা বন্ধ হওয়ার সমস্ত স্টাফ ও স্টুডেন্টসদের মনে এক খুশির হাওয়া বইছে। স্থানীয় বনদপ্তর থেকে প্রায় একশোটি চারাগাছ বাউন্ডারী দেওয়ালের ধারে ধারে রোপন করেছে আমাদের **Eco Club**, NSS এবং NCC-র সদস্যরা এবছরের বর্ষায়।

Created by Universal Document Converter

আগামী দিনে হরিতকী বাগানে কলেজকে যেটুকু জমি দেওয়া হয়েছে ২.৭ একর তার বেশ কিছু অংশ জবরদখল হলেও গভনিং বডির সদিচ্ছা রয়েছে বাকিটুকু রক্ষা করা এবং উপযুক্ত বাউন্ডারী দেওয়াল গড়ে তোলা। RUSA - 2.0 Grand - থেকে আমরা আরও যে উল্লেখযোগ্য কাজ করতে পেরেছি তা হল কলেজে একশত বছরের বেশি পুরানো যে বিল্ডিং (K.C. Roy Block) রয়েছে তার উত্তর দিকের অংশ জীর্ন ভগ্নপ্রায় হয়ে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে উঠেছিল এবং তার ফলে Zoology Dept. কে স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হয়েছিলাম, সেই অংশ স্থানীয় PWD-র সহায়তায় পুনঃনির্মিত হয়েছে এবং এই ডিপার্টমেন্ট কে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এই KCR Block-এর দোতলায় টিনের shed নির্মাণ করে দোতলায় নতুন রুম তৈরি করা সম্ভব হয়েছে কলেজ ফান্ডের টাকায়। এতে দুটো উপকার আমরা পেয়েছি। বর্ষাকালে এই বিল্ডিং -এর ছাদ থেকে ক্লাসরুমে জল পড়ত। ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস করতে খুব অসুবিধা হোত। তাই একদিকে যেমন জল পড়া বন্ধ হয়েছে অন্যদিকে ক্লাসরুমের সংখ্যাও বেড়েছে। এছাড়াও Nutrition Dept. থেকে শুরু করে Botany Dept., Library Extension সবই সম্ভব হয়েছে কলেজ গভর্নিং বডির বিশেষ উদ্যোগে। কলেজে ক্যান্টিনে যথাসম্ভব উন্নতমানের স্বাস্থ্যকর খাবার দেবার প্রচেষ্টা চলছে। কলেজ ক্যান্টিনে যথাসম্ভব উন্নতমানের স্বাস্থকর খাবার দেবার প্রচেষ্টা চলছে। কলেজ ক্যান্টিন কমিটি এই ব্যাপারে খুবই সচেতন। কলেজ GYM এবং Yoga Hall-এ ছাত্রছাত্রী ও স্টাফদের জন্য নিয়মিত শরীরচর্চা ও মনঃ সংযোগ-এর সুবিধা রয়েছে। কলেজ Eco-club, Beautification Committee, NSS, NCC-র মাধ্যমে কলেজ প্রাঙ্গনে, হোস্টেল প্রাঙ্গনে পরিবেশ যথাসম্ভব সুন্দরভাবে গড়ে তোলা হয়েছে।

২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে আমরা ইংরেজি বিভাগে Postgraduate course চালু করতে পেরেছি আর ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু হয়েছে Chemistry বিভাগে PG course, Rabindra Block -এর তিনতলায় নির্মিত হয়েছে KCR Block-এর ধাঁচে Tin shed নির্মিত নূতন ক্লাসরুম। UGC fund -এর টাকায় NAAC রুমের উপর তিনতলা নির্মিত হয়েছিল আগেই। এই তিনতলায় ইংরাজী PG ডিপার্টমেন্ট কে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, যার পাশেই রয়েছে কলেজের বর্তমান GYM রুম। Students' Union- এর পাসে যে GYM রুম ছিল সেই রুমটি Boy's Common রুম হিসাবে Renovate করা হয়েছে। Students' Union-এর পাশেই রয়েছে আমাদের বর্তমান Health Clinic যেখানে আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে হোমিও ঔষধ দীর্ঘদিন ধরেই দেওয়া হয় তাদের সমসা অনুসারে। এছাড়াও এলোপ্যাথি চিকিৎসাও হয় বিভিন্ন ডাক্তারদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর ভিজিটের সময়। [এলোপ্যাথি ডাক্তার —১) ডাঃ অমিতাভ চট্টরাজ ২) ডাঃ সোমরাজ মুখার্জী ৩) ডাঃ জয়শ্রী টুডু। হোমিওপ্যাথি ডাক্তার - ডঃ মলয় কুমার পাৎসা (অধ্যাপক, নিউট্রিশন বিভাগ)] বিবেকানন্দব্লকের তিনতলাতেও নির্মিত হয়েছে UGC fund-এর টাকায় নতুন ক্লাসরুম। কলেজে পুরানো যে অডিটোরিয়াম ছিল APC Roy Block-এ তিনতলায় সেখানে Chemistry Post Graduate Department-এর জন্য নূতন ক্লাসরুম ও Laboratory নির্মিত হয়েছে কুড়ি লক্ষ টাকারও বেশি ব্যয়ে। এছাড়াও ঐ ফ্লোরে রয়েছে Mathematics ও Commerce বিভাগের Computer Lab.। আমাদের আরও একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হল Latest Technology, Sound system সহ Auditorium নির্মাণ, যা বাঁকুড়ার বিভিন্ন কোনা থেকে প্রশংসিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে যে পনের লক্ষ টাকা

Renovation of Auditorium এর উদ্দেশ্য পেয়েছিলাম তার সাথে আরও ছাব্বিশ লক্ষ টাকা, গভনিং বড়ির অনুমতিক্রমে, কলেজ ফান্ড থেকে যোগ করে মোট একচল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই অডিটোরিমা নির্মাণ আমাদের ছাত্রছাত্রী এবং স্টাফদের কাছে তথা বাঁকুড়াবাসীর কাছে এক গর্বের বিষয়। ২০৪ টা সিট ক্যাপাসিটি সম্পন্ন এই অডিটোরিয়ামে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান, সেমিনার থেকে শুরু করে, গুরুত্বপূর্ণ মিটিং, সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বক্তৃতাও, নানা প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হচ্ছে।

গত দুই বছরে কলেজে পরীক্ষার ফল বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কলেজগুলির তুলনায় এক সন্তুষ্টিজনক জায়গায় পৌঁছেছে। কলা, বিজ্ঞান ও কর্মাস বিভগে বিভিন্ন বিষয় গুলিতে প্রায় একশো শতাংশ পাশ - এর সাথে সাথে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্থানাধিকারীও আছে। কতগুলি বিভাগ বিশেষ করে কেমিস্ট্রি, জুলজি, বটানি, মাইক্রোবায়োলজি, গণিত, বাংলা-তে গবেষণার কাজকর্ম নিরন্তর চালিয়ে যাচ্ছে। অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ নিজ নিজ Paper Publication, Book Publication -এর সাথে সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এক Research মানসিকতা গড়ে তোলার চেষ্টা করে চলেছেন। নিয়মিত Student' Seminar, Remedial coaching, Tutorial class, পর্যায়ক্রমে Internal Assessment Test-এর মাধ্যমে শিক্ষার উপযুক্ত বাতাবরণ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

কলেজ লাইব্রেরী আমাদের আর এক গর্বের বিষয়। মোট বই-এর এবং জার্নালের সংখ্যা ৫২২৪৬, যার মধ্যে ৪২৭০ টি রেফারেন্স বই এবং ১৮২৭টি Book Bank collection রয়েছে। প্রায় নব্বই শতাংশ ডিজিটাইজেশন সম্পন্ন হয়েছে। ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাগণের স্বার্থে নতুন রিডিং Room cum ICT enabled Seminar Hall তৈরি করা হয়েছে। N-LIST-এর সদস্য হওয়ার UGC Inflibnet-এর মাধ্যমে e-Resources কে কাজে লাগাতে পারছে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীও ফ্যাকাল্টিবৃন্দ। প্রায় ৬২৯৩টি ইলেকট্রনিক জার্নাল ও ২৯৩৩৬ টি ইলেকট্রনিক বই Access করা যাবে। এছাড়াও OPAC এর সুবিধা থাকায় একটি বই এর সন্ধান নিমিষে লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়। লাইব্রেরীতে আমাদের আরও একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হল আমরা INFLIBNET IRNS (Indian research Information Network System)-এর সদস্য হতে পেরেছি।

এছাড়াও চারটি নতুন সার্টিফিকেট কোর্স (Communicatuve English, Tavel and Tourism Food procesing and Preservation এবং Yoga) চালু করা হয়েছে। ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে আমরা পর্যায়ক্রমে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এই কোর্সগুলি চালু করতে পেরেছি। Self Defence Course চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনও পেয়েছি। ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে উৎসাহজনক সাড়া পেলেই এই কোর্স শুরু হবে।

এছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে কলেজে ওয়েবেল (Webel) কম্পিউটার সেন্টার রয়েছে এখানে বিভিন্ন ধরনের সার্টিফিকেট কোর্স থেকে শুরু করে ডিপ্লোমা কোর্স করার সুবিধালাভ করছে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা।

কলেজের যে তিনটি হোস্টেল রয়েছে রবীন্দ্র ছাত্রাবাস (SC/ST Boys), সংহতি হোস্টেল (Boys) এবং মা সারদা গার্লস হোস্টেল - সেখানে গতবারের NAAC Recommendation অনুযায়ী wi-fi Connection, Television ও অন্যান্য সুযোগ -সুবিধা আমরা দিতে পেরেছি। করোনার কারনে প্রায় দুই বছর

Created by Universal Document Converter

হোস্টেল বন্ধ থাকায় হোস্টেল বিল্ডিং-এর কিছু জায়গায় জীর্ণদশা হয়েছিল। সেগুলি মেরামত করে হোস্টেল ক্যাম্পাসগুলি নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে।

গত চার বছরে কলেজের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনায় ও রূপায়নে আমাদের গভনিং বডির বিদায়ী প্রেসিডেন্ট তথা বাঁকুড়ার প্রাক্তন বিধায়ক মাননীয়া শ্রীমতী শম্পা দরিপা মহোদয়া যেভাবে আমাদের পাশে থেকেছেন এবং নিরন্তন উৎসাহ ও ভরসা জুগিয়েছেন আমরা উনার প্রতি কৃতজ্ঞ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষা দপ্তর থেকে আমরা পরবর্তী নতুন গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্টের নাম হিসাবে বাঁকুড়ার স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব তথা তালডাংরার বিধায়ক মাননীয় শ্রী অরূপ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নাম আমরা পেয়েছি, আরও দুই Govt. Nominee নাম -এর সাথে। আমরা আশা রাখছি আগামী দিনে মাননীয় শ্রী চক্রবর্ত্তীর অভিভাবকত্ব ও নেতৃত্ব কলেজকে আরও উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে পারবো।

কলেজের বর্তমান সমস্যাগুলির সমাধানে আমরা বিভিন্ন সময়ে সরকারের কাছে আবদেন জনিয়েছি। প্রধান কয়েকটা সমস্যা এই অবসরে তুলে ধরার চেষ্টা করছি ঃ—

(১) শিক্ষাকর্মীর শূন্যপদ পূরণ। দীর্ঘদিনের সমস্যা। কলেজে এই মুহূর্ত্তে বত্রিশ (৩২)টা অনুমোদিত নন-টিচিং পোস্টের মধ্যে রিটায়ার্ড করে করে আটাশ (২৮)টা পোস্ট-ই খালি পড়ে রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। বারবার আবেদন করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচচ শিক্ষা দপ্তর থেকে সুনিশ্চিত ও সদর্থক পদক্ষেপের আশায় আছি। কলেজের মোট সতের (১৭)টা ডিপার্টমেন্টের মধ্যে বেশ কয়েকটি সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে ল্যাবরোটরী অ্যাটেন্ড্যান্ট-পোস্ট creation-এর আবেদনও জানিয়েছি। সুষ্ঠুভাবে কলেজ চালাতে কলেজ গভনিং বডি Non-teaching contingency staff নিতে বাধ্য হয়েছে এবং উনাদের মাইনে (Salary) কলেজ ফান্ড থেকেই দেওয়া হয়। মোট বাহান্ন (৫২) জন এইরকম স্টাফ রয়েছেন কলেজে। বিশাল আর্থিক বোঝা বহন করতে হচ্ছে ইনাদের মাইনে দেবার জন্য। এই সমস্যা শুধু আমাদের কলেজেই নয়। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন কলেজেই এই সমস্যা কমবেশি রয়েছে। ইনাদের স্থায়ীকরণ-এর জন্য বারবার কলেজের পক্ষ থেকে যেমন আবেদন করা হয়েছে, এই সকল স্টাফ নিজেরাও অনশন আন্দোলন করে সরকারের বিবেচনার জন্য আবেদন জানিয়েছে। যাই হোক সুদিনের আশায় আমরা দিনগুনছি যাতে করে সরকারের পক্ষ থেকে কিছু ভাল পদক্ষেপ নেওয়া হয় ইনাদের স্থানীকরণের জন্য।

(২) Teaching post creation উপরোক্ত ১৭টা ডিপার্টমেন্টের মধ্যে তিনটি ডিপার্টমেন্টে কোন Full time teaching post-ই নেই। যেমন সংস্কৃত, নিউট্রিশান এবং মাইক্রোবায়োলজি। শুধুমাত্র SACT (Sate Aided College Teacher) রয়েছেন। এছাড়া দর্শনশাস্ত্র, ভূগোল ও কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগে মাত্র একজন করে Full time teacher রয়েছেন, বাকিরা সবাই SACT। এই সমস্ত ডিপার্টমেন্টে গুলিতে যথেষ্ট সংখ্যক Teacher না থাকায় আমরা Full time teaching post creation অথবা আরও SACT-র অনুমোদনের জন্য আবেদন জানিয়েছি। এক্ষেত্রেও সরকারের সদর্থক পদক্ষেপের আশায় রয়েছি।

(৩) কলেজে জায়গার অভাব। **এই মুহূর্ত্তে ৩৫৭১ জন ছাত্রছাত্রী ৮২জন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা (Whole time ও SACT)** নিয়ে **(লাইব্রেরিয়ান সহ), ৫৬ জন নন টিচিং স্টাফ (৪ জন স্থায়ী ও ৫২জন কনটিনজেন্সি) নিয়ে বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ পরিবার। ১৭টা ডিপার্টমেন্ট,** (সায়েন্স ল্যাবরেটরী সহ)

রয়েছে। ক্যাম্পাস এরিয়া মাত্র ৪০৫০ বর্গমিটার। সাইডে বাড়ার কোন স্কোপ নেই। উপরের দিকে দোতলা তিনতলা করে কলেজ ক্লাসরুম ল্যাবরেটারী বাড়ানো হচ্ছে। তাই গভনিং বডির একান্ত ইচ্ছা যদি আমরা আইলাকুন্দির ১২ বিঘা (সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত) জমিতে যদি Administrative Building এবং ক্লাসরুম বাড়াতে পারতাম তাহলে সবকিছুই compact হোত। ছাত্রছাত্রীদের জন্য খেলার মাঠও কাছাকাছি থাকতো। তাই এই উদ্দেশ্যে সরকারের কাছ থেকে কিছু Financial Assistance পাবার চেষ্টা হচ্ছে।

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সাফল্যের চমর সীমায় তখনই পৌঁছাতে পারে যখন ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের মধ্য সুন্দর মেলবন্ধন তৈরী হয়। ছাত্রছাত্রীরা যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন বুকে নিয়ে এই উচ্চ শিক্ষার আঙিনায় পা রাখে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বন্ধুত্বপূর্ণ ও উৎসাহজনক আচরণ, পঠন-পাঠন অনুপ্রেরণা ও পদক্ষেপে সন্তুষ্টিজনক জায়গায় পৌঁছায়। তার সাথে থাকতে হবে অভিভাবক, প্রাক্তনী, স্থানীয় প্রশান, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা ও সুস্থ সম্পর্ক যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আমরা সেই লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি। বর্তমান এই চরম বেকারত্বের যুগে আমাদের এও পরিকল্পনা রয়েছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চাকরির উপযোগী Skill গড়ে তোলার লক্ষ্যে কলেজের Career and counselling cell বিভিন্ন সংস্থার সাথে যৌথ প্রয়াসে বিভিন্ন কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। আমাদের **Career counselling cell ও NSS** এর মাধ্যমে ইতিমধ্যে ২৬ জন ছাত্রছাত্রী TCS ও Reshmi Metalik কোম্পানিতে চাকুরী পেয়েছে। যার মধ্যে বাঁকুড়া খ্রিষ্টান কলেজ ও যামিনী রায় কলেজ, বেলিয়াতোড়ের তিনজন ছাত্রও রয়েছে। এছাড়াও গত বছর বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় Glenmark company -তে আমাদের কেমিস্ট্রি বিভাগের পাঁচজন ছাত্রছাত্রী চাকুরীর জন্য নির্বাচিত হয়েছে। সবার আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় কলেজ আরও উন্নতির লক্ষ্যে এগিয়ে চলুক, এই শুভকামনা রইল। সবাই ভাল থাকুন সুস্থ থাকুন। আমরা সবাই যেন নিজ নিজ কর্তব্য পালনে অবিচল থাকি।

ড: সমীর কুমার মুখার্জ্জী
অধ্যক্ষ, বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ
কেন্দুয়াডিহি, বাঁকুড়া

Created by Universal Document Converter

N S S

এন.এস.এস. ইউনিটস, বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ

এন এস এস বা ন্যাশনাস সার্ভিস স্কিম তথা জাতীয় সেবা প্রকল্প বা রাষ্ট্রীয় সেবা যোজনা সব একই প্রকল্পের বিভিন্ন নাম। এন এস এস, মিনিস্ট্রি অফ ইউথ অ্যাফেয়ারস এন্ড স্পোর্টস, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অধীনের একটি প্রকল্প। এতে বিদ্যালয় (এইচ এস লেভেল), কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করতে পারে। এটা আমাদের কলেজে কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি হিসাবে ১৯৭৬ থেকে রয়েছে। এখানে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনার পাশাপাশি নিজেদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার শিক্ষা পেয়ে থাকে। দুই বছর এন এস এস এ কাজ করার পর ছাত্র-ছাত্রীরা ইউনিভার্সিটি থেকে সফলভাবে এন এস এস প্রকল্পের কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্য শংসাপত্র পেয়ে থাকে। এই শংসাপত্র তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে চাকরিতে এবং অন্যান্য অনেক ভাবে তাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান করে। সুতরাং বলাবাহুল্য এন এস এস এর কাজকর্মের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের পার্সোনলিটি গ্রো ডেভেলাপ করে। এবং আলটিমেটলি স্টুডেন্টরা বলতে শেখে নট মি বাট ইউ, এর মানে, আমার সমস্যা পরে সমাধান করব, চলো তোমার সমস্যার সমাধান আগে করি।

বিগত দুই বছর, কোভিড এর কারণে আমাদের এন এস এসএর কাজও অনেকাংশে ব্যাহত হয়েছে। তা সত্ত্বেও যে কয়েকটি সফলতা এসেছে, সেগুলোর কয়েকটি নিচে তুলে ধরা হলো।

(১) জানুয়ারি ২০২১ ঃ- আমাদের এন এস এস ভলেন্টিয়ার শ্রী অভিজিৎ ভুঁই দিল্লি রিপাবলিক ডে প্যারেডের এন এস এস-এর কনটিজেন্ট কমান্ডার নিযুক্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এই প্রথমবার কোন ভলেন্টিয়ার দিল্লি রিপাবলিক ডে প্যারেডের কনটিনজেন্ট কমান্ডার হয়।

(২) জুন ২০২১ ঃ এই কোভিড সিচুয়েশনে অনেকের চাকরি চলে গেছে একথা আমরা অনেকেই শুনেছি, কিন্তু এই সময় কেউ চাকরি পেয়েছে, একথা খুব কম লোকেই শুনেছে। এরকমই একটা নিদর্শন রাখল এন এস এস, কারণ এই সময় আমাদের আর এক এন এস এস ভলেন্টিয়ার শ্রী অমৃত দে টিসিএস তথা টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস এ চাকরি পায়।

(৩) সেপ্টেম্বর ২০২১ ঃ আমাদেরই দুই এন এস এস ভলেন্টিয়ার শ্রী অজয় কর্মকার এবং শ্রী অভিজিৎ ভুঁই বায়ো সায়েন্স প্রোগ্রাম এর স্টুডেন্ট অর্থাৎ পাস কোর্সের স্টুডেন্ট হওয়া সত্ত্বেও সিধুকানু বিরসা ইউনিভার্সিটি পুরুলিয়াতে যথাক্রমে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স এবং এনথ্রোপোলজি এন্ড ট্রাইবাল স্টাডিজ নিয়ে এম এস সি করছে।

(৪) জানুয়ারি ২০২২ ঃ আমাদেরই আর এক এন এস এস ফিমেল ভলেন্টিয়ার বকুল নামাতা এন এস এস রাজ্য স্তরের বেস্ট ভলেন্টিয়ার পুরস্কার পায়।

(৫) সেপ্টেম্বর ২০২২ ঃ আমাদেরই আর এক ফিমেল এন এস এস ভলেন্টিয়ার কোয়েনা মিত্র বায়ো সায়েন্স প্রোগ্রাম এর স্টুডেন্ট অর্থাৎ পাস কোর্সে স্টুডেন্ট হওয়া সত্ত্বেও সিধু কানু বিরসা ইউনিভার্সিটি পুরুলিয়াতে এনভাইরনমেন্টাল সায়েন্স নিয়ে এমএসসি করছে।

(৬) নভেম্বর ২০২২ ঃ আমাদের আরো এক ছাত্র শ্রী সপ্তর্ষি ঘোষ একটা গোল্ডেন অপরচুনিটি পায় দিল্লির লোকসভা ভবনের যাওয়ার। নভেম্বর মাসের সতেরো থেকে কুড়ি তারিখ পর্যন্ত সে দিল্লিতে ছিল। এবং পুরোটাই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সৌজন্যে। দিল্লি যাওয়া ও আসার সমস্ত খরচ খরচা তথা বিমানে যাতায়াতের সমস্ত খরচা গভর্মেন্ট অফ ইন্ডিয়া বহন করে। দিল্লিতে ওদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ওয়েস্ট কোট এর বিলাসবহুল এমপি কোয়ার্টারে। ওরা লোকসভার সেন্ট্রাল হলে সভাটা চলাকালীন ঢোকার অনুমতি পেয়েছিল। দিল্লিতে মোট ২৫ জন এন এস এস ভলেন্টিয়ার এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেবলমাত্র সপ্তর্ষি এই চান্স পেয়েছিল।

সুতরাং আমাদের বুঝতে হয়তো অসুবিধা হওয়ার কথা নয় এন এস এস করতে পারলে আমাদের পার্সোনালিটি তথা ব্যক্তিত্বের কিভাবে বিকাশ হয়।

ধন্যবাদান্তে —

ডক্টর শ্রী সুরজিৎ মজুমদার (এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার ইউনিট-১)
ডক্টর শ্রী দেবজ্যোতি দাস (প্রাক্তন এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার ইউনিট-২)
ডক্টর শ্রীমতি পর্ণসুধা করমোদক (এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার ইউনিট-২)
প্রফেসর শ্রীমতি সঙ্গীতা চট্টোপাধ্যায় (এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার ইউনিট-৩)

Created by Universal Document Converter

।। সূচীপত্র ।।

কবিতা

১।	আদর্শ ছাত্র	ডঃ সমীর কুমার মুখার্জী (অধ্যক্ষ)	১৪
২।	অধ্যাপক দীনবন্ধু ঘোষ-এর তিনটি কবিতা		১৫
৩।	মধুশালা	সন্দীপ মন্ডল, বাংলা বিভাগ	১৬
৪।	পাখির অসহায়তা	সুপর্ণা সাহা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ	১৭
৫।	মায়ের স্নেহ	পূজা ঘোষ, বাংলা বিভাগ	১৮
৬।	চঞ্চল মন	হিমেল গাঙ্গুলি, ভূগোল বিভাগ	১৮
৭।	মুখ ও নারী	শুভজিৎ মাহান্তী, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ	১৯
৮।	মা	মহঃ সাহিদ মিদ্যা, বাংলা বিভাগ	১৯
৯।	তুমি এলে যখন	রানা বাগ্দী, কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ	২০
১০।	ছড়ায় ছড়ায় ব্যাকরণ	পল্লবী খান, সংস্কৃত বিভাগ	২০
১১।	অঙ্কের ভুত	মলয় দে, সংস্কৃত বিভাগ	২১
১২।	জীবন	মণিষা সৎপতি, সংস্কৃত বিভাগ	২১
১৩।	কবিগুরু	দ্বীপ লোহার, বাংলা বিভাগ	২১
১৪।	জীবনামৃত	দেবযানী পতি, ভূগোল বিভাগ	২২
১৫।	আবো কলেজ	Sushama Besra, 3rd Semester	২২
১৫।	জীবন জিজ্ঞাসা	মুনমুন মন্ডল, প্রথম সেমিস্টার	২৩
১৬।	আমার গর্ব নারী	দেবযানী মন্ডল, ইংরাজী বিভাগ	২৩
১৭।	আমার তুমি	মনামী রজক, কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ	২৪
১৮।	প্রিয়তমা	সুন্দরম দত্ত মোদক, কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ	২৪
১৯।	করোনা	রাহুল ব্যানার্জ্জী, বাণিজ্য বিভাগ	২৫
২০।	জীবন না নাটক	অসিত দে, নন-টিচিং স্টাফ, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ	২৬
২১।	গন্ধেশ্বরী নদী	বাবন বাউরী, পুষ্টি বিজ্ঞান বিভাগ	২৬
২২।	বন্ধুত্বের অঙ্গিকার	সোনালী মল্ল, কলা বিভাগ	২৬
২৩।	গিদরী জখাজ	শুভেন্দু মান্ডি, সংস্কৃত বিভাগ	২৭
২৪।	তোমার নাম	রূপরানী মান্ডি, ইংরাজী বিভাগ	২৭
২৫।	তনয়া	চিত্রা মান্ডি, সংস্কৃত বিভাগ	২৮

প্রবন্ধ ও গল্প

২৬।	মাদক দ্রব্য ঃ নেশার সামগ্রী সেবন ও তার কুফল	ডঃ সমীর কুমার মুখার্জী, অধ্যক্ষ	২৯
২৭।	Chemistry of Cancer cure	Tarun Kumar Das and Dr. Susovan Bhowmik	৩৭
২৮।	নাৎসি জার্মানি, ব্যর্থ পরমানু বোমা প্রকল্প ও হাইজেনবার্গ	ডঃ মৃন্ময় সান্নিগ্রাহি, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, রসায়ন বিভাগ	৪২
২৯।	আনন্দের মুহূর্ত	শীতেষ মন্ডল, মাইক্রোবায়োলজি	৪৬
৩০।	নিজস্ব পরিচয়	পূজা কুন্ডু, সংস্কৃত বিভাগ	৪৮

আদর্শ ছাত্র

ডঃ সমীর কুমার মুখার্জী

অধ্যক্ষ, বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ

ছাত্র আমি সবার প্রিয়, দেশের ভবিষ্যৎ,
শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, ভক্তি সাথে, মানুষ হবো সৎ।
পিতা মাতার অনেক আশা, নিয়ে আশীর্বাদ,
বড়ো হবো, মানুষ হবো, থাকবে নাকো খাদ্।
বিদ্যাচর্চা, খেলাধূলা এই তো হবে সাধন,
নিজের তরে, দেশের তরে করবো স্বপ্ন পূরণ।
যে কাজ করি যখন, দিই একশো ভাগ মন,
ছাত্র আমি, করি সাধন, করি মরনপন।
লক্ষ্য আমার থাকবে ঠিক, বিজ্ঞানী বা সাহিত্যিক্,
সেবা, শিল্প, রাজনীতি, সাধ্যমতো সফল দিক্।
বাধা যতোই আসুক পথে, মনকে করি উদ্যমী,
মন্দ নেশায় মত্ত হয়ে হবো নাকো বিপথগামী।
এলোমেলো ভাবনাগুলো, আসুক যতই ডানামেলি
মনকে শান্ত করতে সদা, দেবো তাদের দূরে ঠেলি।
গুরুর কাছে বিষয় শিক্ষা, বন্ধু সাথে বিদ্যাচর্চা,
মনে করি নিত্যচর্চা, নিয়েছি যে এই দীক্ষা।
হিংসা, ভয়, ঘৃনা ভুলি, ক্রোধকে দিই জলাঞ্জলি,
ভালবাসার মন্ত্র ছড়াই, এসো মোরা সবেমিলি।
চারি পাশের ঐ জঞ্জাল, ঝেড়ে কুসংস্কার,
পরিবেশ রাখবো ভালো, করি অঙ্গীকার।
ভারত মাতার সন্তান আমি ধরি জয়ের পথ
ছাত্র আমি, রাজা আমি, দেশের ভবিষ্যৎ।

Created by Universal Document Converter

অধ্যাপক দীনবন্ধু ঘোষ-এর তিনটি কবিতা (ইংরাজী বিভাগ)

ইতিহাস

ইতিহাস চলে নিজের খেয়ালে অবিরাম তার গতি
একদা ভারতে বিরাজ করতো অপূর্ব সংহতি।
করাচি লাহোর ভারতের ছিল হয়নি পাকিস্তান
অখণ্ড দেশ ভেঙে ভাগ হলো শ্মশান গোরস্থান।
ঢাকা বরিশাল আমাদের ছিল জীবনানন্দ দাশ
ভেবে ভেবে মরি ভিতরে জাগে অপার দীর্ঘশ্বাস।
গান্ধার দেশ বিনষ্ট হলো কাশ্মীরে গোলাগুলি
একদা সেখানে দৃশ্যমান অবিরাম কোলাকুলি।
দেশটা ভেঙেছে তৈরী হয়েছে নতুন তিনটি দেশ
কলহে পূর্ণ বিবদমান প্রাণে নেই উন্মেষ
প্রেমের চেতনা সখ্য শান্তি বাসা
বিলুপ্ত আজ পারস্পরিক প্রীতি আর ভালোবাসা।
ইতিহাস চলে আপন গতিতে আরো হবে কত কি যে
ভারতবর্ষ অখন্ড হবে জ্বলবে পুরনো তেজে!

একদিন ভুলেছিনু

একদিন ভুলেছিনু মোহনীয় রূপে
আজ আমি বাস করি নিভৃতে ও চুপে।
মনে মনে টেনে নিই কার শ্রীচরণ
যার কোলে জীবন ও মধুর মরণ।
সব লোভ আকাঙ্খা হয় বিদূরিত
কামনা বাসনা শেষে হই বুঝি মৃত।
তার কোলে মাথা রাখি জীবন জুড়ায়
কামনার বাসনার প্রহর ফুরায়।

আমি থাকি আপনাতে নিজেতে নীরব
হৃদয়ের গৃহকোণে নাই হাহারব,
আমি আছি নিজমনে, বাসনা কঠিন
ত্যাগ করি মনে মনে, হই অতি দীন।
কার প্রেমে রেঙে ওঠে বিবাগী এ মন
মাধুর্য মণ্ডিত হয় সারা ত্রিভুবন।।

হেমন্ত

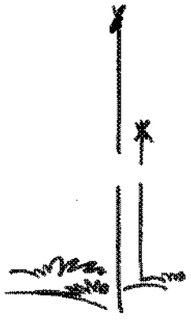

হেমন্তের রোদ বড়ো ভালোবাসি।
মাঠে মাঠে পাকা ধান
আকাশে মস্ত সাদা চাঁদ
আজীবন সঙ্গী আমার।
সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে
হিম পড়ে, হেমন্ত জেগে ওঠে।
কতো কতোদিন এই রোদ দেখেছি
দেখেছি মহিমময় চাঁদ
আমাকে মোহিত মুগ্ধ করে।
নিঃশব্দে হিম পড়ে
বাংলার বুকে জেগে থাকে হেমন্ত।
এত প্রেম এত অনুভূতি
সবটা বলা যায় না।
শুধু নিস্তব্ধ অন্তরে অনুভব করি
চিরদিনের হেমন্তকে।

মধুশালা

সন্দীপ মন্ডল
বাংলা বিভাগ, রোল -৩৪, পঞ্চম সেমিস্টার

কলির কলহ যত দূর করি
দেখি মধুর চারিপাশে ঘেরা ফলের ডালি।।
সাঁঝবেলা জমা হয় মধুশালায়
তারে আস্বাদিতে কত ভ্রমর রয়েছে ছড়ায়।
রস হয় অতি তরল, রঙ তার লাল
শিরা ধমনী ছাড়া কোথায় এই মধুর স্থান?
তাহা রক্তও বুঝিতে নাহি পারে
তবু মুখ গহ্বর দিয়ে প্রবেশ করে তালে তালে।।

গুণীজনের বিতর্কের বিষয় এই মধুশালার গল্প
কভু কভু তাদেরও চরণধুলি মেলে অল্পসল্প
মদ এর নামের উপর পেয়েছ মধুর নাম
তুমি যারে পেটে যাও সেই পুণ্যবান!
দিবানিশি পড়ে থাকি এক বিভোর নেশায়
নেশায় নেশায় কত রথি গান গেয়ে যায়
বিচিত্র ভঙ্গির ছন্দে পা করে টলমল
হাতে করতালের বদলে রয়েছে পুষ্পজল।।

ভ্রমর ছুটে যায় দূরের ওই ফুলের গন্ধে
নদী-নালা পাহাড় কোনো বাঁধাই সে নাহি মানে
আমি এক পথিক অচেনা রাস্তার মাঝে দাড়িয়ে
অন্ধকারের বুক চিরে ছুটে যাই মধুশালার সন্ধানে।।
আমার গ্লাসের জমানো এই এক বিন্দু মধু
প্রিয়ে তোমারে আগমনের অপেক্ষায় আছে শুধু
পান করাবো তোমারে এই মনের জমানো আশা
তিলে তিলে প্রিয়ে ঘিরিবে তোমায় এই নেশা।।

জনম্ হইলো এই মধুশালায় অপূর্ব লগনে
মনে দ্বন্দ্ব লাগে শুধু সুধা আস্বাদনে?
মানব জনম নেশার আরেক নাম
এ নেশায় কেটে গেছে বহু কাল।
মধুশালার মধুর মাদকতা যারে একবার ধরে
সেই মায়া ছেড়ে কেহ নাহি যেতে পারে।
বন্ধন ছিন্ন করিবারে নাহি কোনো উপায়
বিভোর ঘোরে এগিয়ে চলে মধুশালার মাদকতায়।।

ধন্য ধন্য জনম মোর এই ধরাধামে
জগৎ সংসার নেশায় মগ্ন তোমার চরণে
না জানে তোমার গুণ এই সংসার
তারি পূর্বে শত শত হয় কুপোকাত।।
যেদিন ধরিবে আমায় মৃত্যুর দূত
এ হেন পূর্বে আমি দেখি মধু শালার রূপ
ইহার সৃষ্টি কর্তার অপূর্ব মায়া
সঙ্গীর নামে দিয়েছে শুধু একটি ছায়া।।

নির্জন ফাঁকা পথের একা পথিক আমি
প্রিয়ে একবার এসেছিলে ক্ষণিকের লাগি,
আমারে নিয়ে যায় সে মধুর মাদকতায়
এই নেশা কাটিবার নাহি কোন উপায়।
মহতের কাজে রত মধুশালার মাঝে
সময় যে অতিবাহিত তার খবর কেহ রাখে?
বৃথায় বিচ্ছেদ যত মানুষ্যত্বের মাঝে
আজ যে সর্বোচ্চ শিখরে কাল সে কবরে।।

হে ঈশ্বর তোমার প্রাসাদ বাটে সবারে
কেহ দাড়ায় হা করে কেহ গ্লাস লয়ে।
মধুশাল ভরে উঠেছে কোটি কোটি আগমনে
না জানি শেষ কোথায়, কে থাকিবে অন্তিমে!
আমি আসিব আবার ফিরে মধুশালার সন্ধানে
কি জানি কত বছর পেরিয়েছে মধুর পানে
আসিবে কত শত নতুন অতিথি মধুশালায়
ক্ষণে ক্ষণে তাদেরও ধরিবে মধুর নেশায়।

Created by Universal Document Converter

পাখির অসহায়তা

সুপর্ণা সাহা
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রোল -৮৩৮, পঞ্চম সেমিস্টার

নিরীহ এক ছোট্টো জীবন
যে গতকালই এই পৃথিবীর বুকে জন্ম নিল।
অন্ধকার ছোটো গুহা থেকে বেরিয়ে,
সে প্রথম সূর্যের সোনালী আলোর ছোঁয়া পেল।
তার মায়ের উষ্ণ পালকের স্পর্শে,
তার একাকী আজ ভঙ্গ হল।
সে নীল আকাশ, সবুজ বন, বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা দেখে,
জীবনের সরলতাকে অনুভব করল।
আর যখন সে ডানা মেলে উড়তে শিখল,
তখন সে তার জীবনের ভয়কে জয় করতে পারল।
তারপর, সে যখন দিবাশেষে,
নিজের বাসায় তার মায়ের কাছে ফিরে এল,
তার মায়ের পালকের উষ্ণ স্পর্শে
সে নিজেকে নিরাপদ মনে করে
ঘুমের জগতে মিষ্টি স্বপ্নে ভেসে গেল।
তখনই কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ
সেই নবজীবনকে খাঁচায় বন্দী করল।
সে তার সুন্দর দুটি ডানার পালক হারালো।
বাজারে কিছু মূল্যের দরে,
তার স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হল।
যে আজ উড়ে গিয়েছিল নীল আকাশের বুকে,
তাকে এখন খাঁচায় বন্দী অবস্থায় —
কিছু মানুষের কলরবের মাঝে,
নিরীহভাবে, একাকীচুপচাপ, এককোণে
বসে থাকতে দেখা গেল।
কেন এমন হল?
এই ছোট্টো জীবনের কি নিজের মতো
বাঁচার কোনো অধিকার নেই?
তার কি নীল আকাশে ডানা মেলে ওড়ার স্বাধীনতা নেই?
এ কেমন বিচার?
যারা নিজেকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছে,
আমি তাদের শ্রেষ্ঠত্বকে ধীক্কার জানায়।
ধীক্কার জানায় তাদের বিচার বিবেচনার প্রতি।
শুধুমাত্র নিজেদের শখ আহ্লাদ মেটানোর জন্য,
তাদের কোনো অধিকার নেই
এই নিঃস্পাপ জীবনকে বন্দী করার।
কই! এই নিঃস্পাপ পাখিরা তো তাদের কোন ক্ষতি করেনি,
তাহলে কেন এই প্রকার অন্যায় তাদের সাথে?
আমরা কি পারি না তাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে?

মায়ের স্নেহ

পূজা ঘোষ
বাংলা বিভাগ, প্রথম বর্ষ

তুমি মা আমায় আদার দিয়ে মানুষ করেছো
তুমি মা নিজে না খেয়ে আমায় খাইয়েছো
রাত জেগে তুমি মা আমায় ঘুম পাড়িয়েছো
কারেন্ট গেলে তুমি মা আমায় গরমে -
বসে বাতাস করেছো
তোমায় আমি মা ভুলি কী করে
তোমায় আমি মা ভুলি কী করে
সারাটা দিন কাজ করে আমায় পড়িয়েছো
তুমি মা আমায় কতো নতুন নতুন জিনিস শিখিয়েছো
তোমার কাছে শিক্ষা নিয়ে বড়ো হয়েছি
তোমার কাছে দিক্ষা নিয়ে মানুষ হয়েছি
তোমায় আমি মা ভুলি কী করে
তোমায় আমি মা ভুলি কী করে
যা চেয়েছি তাই পেয়েছি, কোনো দিন করোনি মানা
এ কথাটি এ জীবনে আছে আমার জানা
তাইতো তোমায় ভালোবাসতে নেই তো কোনো মানা
মা যেন আমার চিরকাল এমনি হয়ে থাকে
মা যেন আমায় চিরকাল এমনি ভালো বাসে।।

চঞ্চল মন

হিমেল গাঙ্গুলি
ভূগোল বিভাগ, রোল-৬৯৫,
তৃতীয় সেমিস্টার

ছেলেটার পা দুটো অচল।
চলতে না পারলেও তার মন বড়োই চঞ্চল।
বসে থাকে সে এক জায়গায়,
কিন্তু তার মন চায় না থাকতে এক জায়গায়।
সে চায় ছুটতে, সে চায় দেখতে।
কতটুকু দেখেছে সে?
কেবল কিছু লোক, কিছু কুকুর,
মোটর বাইকের কিছু ধোঁয়া,
শুনেছে, কিছু আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার রিংটোন,
আর দেখেছে সে, ছোট্টো একটা ছেলেকে।
যে প্রতিদিন তার কাছেই আসে
আর পথে বসে ধুলো নিয়ে খেলা করে।
তার মনে হয় ছেলেটার মুখ
তার বড়ই চেনা,
এই মুখ দেখলে সে মনে পায় বড়োই সুখ।
শেষে যে একদিন উপলব্ধি করল
ছোট্টো ছেলেটা আসলে,
তার চঞ্চল মনেরই জলন্ত প্রতিচ্ছবি।
যে চায় হাটতে, যে চায় ছুটতে,
যে চায় ধুলো নিয়ে বিচিত্র খেলা খেলতে।

Created by Universal Document Converter

মুখ ও নারী

শুভজিৎ মাহান্তী
প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, রোল-১৯৫৩, তৃতীয় সেমিস্টার

গৌরীর আলতা পরা পায়ের দাগ
লেগে আছে এখনো মন্দিরের চাতালে।
সিঁদুরে লাল হয়েছে সদ্যজাত পুন্ডরিক।

এ বছর আর শীত আসবে না।
চিতার আগুনের উষ্ণতার দুটো মুণ্ডুবিহীন মানুষ
লিপ্ত হয়েছে প্রেমে, আমৃত্যু পর্যন্ত।

কবর থেকে মাথার খুলি বার করে,
তার ভেতর কালো চালের ভাত ফুটছে
স্মরণার্থীদের জন্য।

এ বছর আর লোডশেডিং হবে না একবারও।
মফস্বলের ঘরগুলোতে আগুন লেগেছিল।
চারিদিকে শুধু আলো আর আলো।
উপকূলে কালো ঢেউ এসে সঙ্গে করে
সব নিয়ে গেছে।

মৃত শিশুর মায়ের চোখে
নেমে এসেছে বঙ্গোপসাগরের স্পৃহা।
এখন বুদ্ধপূর্ণিমার চাঁদেও গ্রহণ লাগে।
তবুও সুজাতা কিচ্ছু করতে পারে না।

মা

মহঃ সাহিদ মিদ্যা
বাংলা বিভাগ, রোল-৪, প্রথম সেমিস্টার

তুমি জন্ম দিয়েছ আমায়
তোমার জন্য অস্তিত্ব আমার,
যদি তুমি না থাকতে মাগো,
কিভাবে দেখতাম এই সুন্দর পৃথিবী
তোমার মমতার সাগরে আমি,
ভাসিয়ে দিয়েছি সমস্ত গ্লানি
তোমার হাতের পরম স্পর্শে
সব দুঃখের অন্ত তা জানি
একদিন বড় হব তোমার আশীর্বাদে
সেদিন আসব তোমার কাছে।
চরণে ঠাঁই নেব তোমার
রাখব মাথা কোলের কাছে।
চরণ ধোয়ার চোখের জলে
আশীর্বাদ কর মাগো দুই হাত তুলে —
ছেড়োনা আমায় কখনো একা
তোমাকে ছাড়া জগৎ ফাঁকা।
যাবে যবে জগৎ ছেড়ে
নিয়ে যেয়ো আমায় সঙ্গে করে।

তুমি এলে যখন

রানা বাগ্দী
কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ, রোল-২৮৮
পঞ্চম সেমিস্টার

আমাদের হৃদয়ের মাঝে তুমি এলে যখন
পাষাণ মনে জেগে উঠল ভালোবাসার শিহরণ।
নীল সাদা ফুল ইউনিফর্মে দেখে তোমার রূপ,
হৃদয় চাইল বলতে তবুও মুখ ছিল নিশ্চুপ।
অবশেষে, বুকে রেখে বল মনের কথা দিলাম বলে,
তোমার মুখে মৃদু হাসি আমার চোখে ভরে গেল জলে।
বুকে নামিয়ে আনলে তুমি প্রেমের জোয়ার,
তোমাকে ছাড়া পারি না থাকতে দেখি শুধু অন্ধকার।
দু-একটা সহজ কথা বলব ভাবি চোখের আড়ে
ঘুমালে তা ঝলসে ওঠে তোমার প্রেমের ব্যবহারে।
মেনেছো আমার সমস্ত কিছু মিটিং, মিছিল, রাজনীতি,
দিয়েছো আমায় সময় অনেক, ভালোবাসার মিষ্টি স্মৃতি।
এত ভালোবাসার পরেও মনে জাগে ভীষণ ভয়,
জাতিতে আমি ভিন্ন যদি তোমাকে আমায় ছাড়তে হয়?
তখন, মনের কথা একলা হয়ে, রইবে পড়ে হৃদয় কোনে,
ক্লান্ত আমার হৃদয় শুধু স্বপ্নের ওই গল্প গানে।
তুমি অন্য কারোর হলেও শেষ হবে না মোর আশা
জানবো খুন হয়েছে তোমার হাতে আমার ভালোবাসা
কারণ, আমি তোমায় ভালোবাসব বলে ভালোবাসিনি,
ভালোবেসেছিলাম কারণ, ভালো না বেসে পারিনি।
তবুও, মানব না হার, লড়ব এবং দেখে যাব শেষটা
দিনের শেষে জিতবে ঠিকই আমার ভালোবাসার তেষ্টা।

ছড়ায় ছড়ায় ব্যাকরণ

পল্লবী খান
সংস্কৃত বিভাগ, রোল-৯৩৯
পঞ্চম সেমিস্টার

ব্যাকরণটা বড্ড কঠিন, একথা সবাই বলে,
বিশেষ করে সংজ্ঞাগুলো, অনেকে এড়িয়ে চলে।
কিন্তু একথা মোটেই ঠিক না যদি মনোযোগ দাও,
ছড়ায় ছড়ায় সংজ্ঞা গুলো, চলো আজ শিখে নাও।
অর্থপূর্ণ বর্ণসমষ্টি শব্দ বলেই জানি,
বিভক্তি যুক্ত শব্দকে যে পদ বলে তা মানি।
অর্থপূর্ণ শব্দজুড়ে বাক্য গঠন হয়,
দুইটি বর্ণের মিলন হলে সন্ধি তারে কয়।
ক্রিয়ার সাথে সম্পর্ক যার কারক তাকে বলে.
অকারক পদ ক্রিয়ার সাথে দূরত্ব রেখে চলে।
ধাতু কিংবা শব্দের সাথে বর্ণ জুড়লে পরে
নতুন শব্দ গঠন হলে প্রত্যয় বলে তারে।
সমাসের বেলা দুইটি পদের একপদে মিল হয়।
ব্যাকরণটা কঠিন, একথা এখন কি মনে হয়?

Created by Universal Document Converter

অঙ্কের ভুত

মলয় দে
সংস্কৃত বিভাগ, রোল-১০৫৯,
পঞ্চম সেমিস্টার

অঙ্কের ক্লাস মানে সরর্ষের ফুল
মাথা ঘোরে বন বন খাড়া হয় চুল।
দুই চোখে দেখা যায় লাল নীল তারা
মাথা ফুঁড়ে বের হয় ক্যাকটাস চারা।

পেট করে গুড় গুড় অঙ্কের নামে,
মলয় ক্লাসে বসে, ভয়ে শুধু ঘামেয়
স্যার বলে, ওরে মলয় —
ভয় পাস মিছে,
অঙ্কটা বাঘ? নাকি টিকটিকি, না বিছে?
এই ভাবে ভয় পেলে চমকাবে পিলে,
অঙ্কের ভূত এসে সবকটা মিলে-
ঘাড়ে চেপে বসে যাবে,
নামবে না নীচে।
তাই বলি, শুধু শুধু ভয় পাস মিছে।

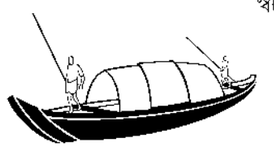

জীবন

মণিষা সৎপতি
সংস্কৃত বিভাগ, রোল-৯৫৩,
পঞ্চম সেমিস্টার

অনন্ত সুনীল আকাশে,
আনন্দ উল্লাসে ওড়ে
পাখীদল নিশ্চিন্ত নির্ভয়
ওরে নিষ্ঠুর শিকারী
আপনার আনন্দমুখর
জীবনের প্রতিটি মুহুর্ত
স্মরণ করি ভাবো,
ওরাও তা চায় কিনা?
ওরা তো করেনি ক্ষতি কারও।
তবে কেন তোমার বিষময় তীর
বারুদ ভরা বুলেট
ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়
অতি কষ্টে গড়া তাদের
স্বপ্নের নীড়—

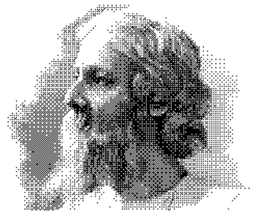

কবিগুরু

দ্বীপ লোহার
বাংলা বিভাগ, রোল-১২৬০,
পঞ্চম সেমিস্টার

রবি ঠাকুর রবি ঠাকুর
তুমি বিশ্ব কবি
জানিনা কে রেখেছিলো
কোমার নাম রবি।
সব বাড়িতেই তোমার বই
দেখি তোমার ছবি
ভারত মাতার ধন্য সন্তান
তুমি যে মহান কবি।
গীতঞ্জলি লিখে তিনি
নোবেল প্রাইজ পান
সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে
তোমার প্রিয় নাম।
তাইতো মোরা তোমার চরণে
জানাই শত কোটি প্রণাম।

জীবনামৃত

দেবযানী পতি
ভূগোল বিভাগ, রোল-৬৯৩
তৃতীয় সেমিস্টার

আমি বারি, অম্বুরাশি, নীর, পয়, ধারা
কখনো উদক, অপ, স্রোতস্বিনী, অন্তসলিলা।
পৃথিবীর প্রতিটি কনায়
আমি প্রাণ সঞ্জীবনী সুধা।
প্রাণের সজীব স্পর্সে আমিই বসুধ
স্পন্দনে নন্দনে আমি করুনা ধারায়
সবুজে শ্যামলে আমি প্রতিটি হিয়া
যুগে যুগে, সভ্যতার উন্নয়নের আ
উদ্ধত অবহেলায় কদর্যা, নির্যাতিত
আমি চির উপেক্ষিতা
কেহ নাহি জানে অন্তরে অন্তরে
মোর প্রলয়শংকরী জাগরিতা
জন্ম মোর কি রহস্যে ঘেরা
নাহি জানি, কবে আমি এসেছিনু
জ্বালাময়ী মাতৃবক্ষে উদ্দাম উল্লাসে
বিধাতার আর্শীবাদে পরম করুণা রূপে
বর্ষিলাম সৃষ্টিলীলা নব সরসে।
আমি স্থিতি, আমি ধ্বংস
আমার মস্তিস্কে ঘোরে
সৃষ্টির বার্তা।

আবো কলেজ

Sushama Besra (Komol)
3rd Semester

আবো কলেজ আডি নাপায় আডি রিলীমালা
সানাম কগে বাহা মালা লেকা গুতুগালাং
ডাহার ধারে মারাং দুয়ীর মেনাগ তিঁও কেটেজ
হিজু আবান সেন আবন মজপে কেনে কতে
পানতে কাতেৎ তিঁও আকান আবোয়াগ ক্লাসরুম
অনা সাঁওতে Office রুম আঁরহ Staff Room
আবো কলেজরে মেনা আনাং মারাং Library
Principal-এ গালাং আকাৎ মজগে নাপায় আরি
আবো কলেজরে মেনাগ আনাং জমঞ্চু লাগিৎ ক্যান্টিন
অনা সাঁওতে ঞেল ঞামগ বাহাদারে রেনাং কাটিং
চাচো লাগিৎ মেনাগক মাচ্যেক আবো সাঁওতে
অলগ আবান আকিলবন আরজাও সানামক গাতে গাতে
বাবন দহয় হিঁসকী হুলাং মনেরে সিকিড়
গেয়ান আরজাও লাগিৎ সানামক দহয়াবন মনে রিকিড়।

আমি শান্ত সিগ্ধ স্নেহময়ী জলকন্যা।
কল্লোলিনী চঞ্চলা আমি
পুন্যতোয়া কলুষনাশিনীরূপে
ধরিত্রী মোর ধন্যা।
স্নেহ সঞ্জীত বিশ্বকে শ্যামল করেছি,
করেছি আমিই তৃষ্ণার্ত ধরার বক্ষ
কখনো বা ক্রোধ রোষাগ্নিতে করেছি মরুময় সব রুক্ষ।
তবুও বিধাতার আর্শীবাদে পরম করুনা আমি
জগতের প্রাণ স্বরূপিনী।
সৃষ্টিকর্তা হে সভ্যতা
রক্ষা কর মোরে
পৃথিবীর অন্তরে আমি, আমার অন্তরে তোমাপ্রাণ
আমি অন্ত, আমি অনন্ত
জীব জড় ব্যপ্ত চরাচর
আমি শুভাশুভ — বিষামৃতে
প্রকৃতি পুরুষে আমিই অর্ধনারীশ্বর।।

Created by Universal Document Converter

জীবন জিজ্ঞাসা

মুনমুন মন্ডল
প্রথম সেমিস্টার

লোকে বলে আমার মনটা নাকি খুব নরম, তাহলে,
আমার জীবনটা কেন এত কঠিন?
কেন এত জটিল?
পারিনা বুঝতে আমি,
বুঝিয়ে দাও হে ঈশ্বর।
কী হবে? আমার এত সহজ সরল মন নিয়ে!
কী করব? এত কঠিন-এত জটিল জীবন নিয়ে!
চাইনা আমি এই মন,
চাইনা আমি এই জীবন,—
যে জীবনে চলার পথে
শুধু কাঁটা শুধু কাচ,
যেখানে পায়ের স্পর্শে
রক্তের বন্যা বয়ে যায়,
যে জীবনে চোখের জলে
মরুভূমীও সাগরে পরিণত হয়।
চাইনা আমি সেই স্বার্থন্বেষী জীবন,
যেখানে স্বার্থ ছাড়া মানুষ অন্ধ হয়ে থাকে,
আমি চাইনা সেই জীবন।
এই পৃথিবীতে সরল মনের দাম কেউ দেয়না,
কেউ এই মনটাকে মনের চোখ দিয়ে দেখতেই চায় না,
কেউ এই মনটাকে ভালোবাসতেই চায় না।
আমি চাইনা সেই মন,
চাই শুধু একটু সহজ জীবন।
একটু শান্তিময় জীবন।
যেখানে থাকবে শুধু নিঃস্বার্থ ভালোবাসা,
আর অপরিমেয় বন্ধুত্ব।।

আমার গর্ব নারী

দেবযানী মন্ডল
ইংরাজী বিভাগ, রোল - ৪৬৪
প্রথম সেমিস্টার

নারী বলে ডাকিস যাদের
একটু ধৈর্য্য ধর
মুখের ভাষা বদলে যাবেই
বুঝবি তোরা বিয়ের পর
কন্যাভ্রূণ হত্যা করিস কেমনে?
বিবেক কোথায় থাকে
নারী যদি নাই বা রয়!
মা বলবি কাকে?
তোদের বিবেক বুদ্ধি লোপ পেয়েছে
স্বার্থপরতার গ্রাসে
ইজ্জতটাও তো করছিস বিলীন
মাসের পর মাসে
ছেলে হয়ে নিজেদের মহান ভাবিস
মানলাম তোরা ছেলের জন্ম দিস
সব কিছুই কিন্তু নারীর দান
তোরা কী করিস?
বাসনাগুলি রাখবি কোথায়?
নারী শেষ হলে।
দিন রাত্রী ঝাপসা দেখবি
ভাসবি চোখের জলে
হাজারো কাঁদবি কিন্তু কোনো কূল পাবি না
দিনটা শীঘ্রই আসছে
ওরে পাগল সেইদিন তোকে
নারী ছাড়া কে ভালোবাসবে?

আমার তুমি

মনামী রজক
কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ
পঞ্চম সেমিস্টার

প্রভাতে প্রভাতে ঘুচিয়েছে দুঃখের তাড়না
মনে এসে জমেছে আরও বেদনা,
নাহি জানি 'নিশীথের আলো'
করবে কী মন ভালোণ
অন্ধকার যখন মৃদুমন্দে আসে
দুঃখী নারী হতাশায় বসে।
পায়না ভেবে হবে কার জয
নাকি হবে তারই পরাজয়।
'ঠিক সেই মুহূর্তে জ্বলে ওঠে আলো'
যদি মুহূর্ত বেছে নাও পথ
রইবে না তোমার শপথ।
ধৈর্য ধরো, শান্ত হও
ব্যাকুল হয় না।
ক্ষণিকের আলো পিছনে দৌড়াও না।
জীবনে দুঃখ লাঞ্ছনা আসবে
পারবে না তুমি করতে রোধ,
এমন পথ বেছে নাও, যেখানে
পারবে না কও তোমায় স্পর্শ করতে।
পূর্ণিমায়,
নিশীখের আলো কেটে নেমে আসবে এক
"উজ্জ্বল ভোর"।
অন্ধকার পারবে না তোমায় নিয়ে যেতে,
থাকবে আমার তুমি
তুমি হয়ে।

প্রিয়তমা

সুন্দরম দত্ত মোদক
কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ
পঞ্চম সেমিস্টার

ওগো প্রিয়তমা,
আমার হৃদয় জুড়ে কেবল তোমারই চিন্তা
যেন কোনো আগুনের জ্বলন্ত শিখা।
তোমার সৌন্দর্য থেকে চোখ যায় না ফেরানো
তোমার মোহময় রূপ জগৎ ভালোনো।
আমি সদা থাকি তোমাতে মগ্ন
তুমি হয়ে উঠেছ,
আমার জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ওগো প্রিয়তমা,
আমার লুক্কায়িত হৃদয় তুমি পেয়েছো খুঁজে
চলো মুক্ত করি দুজনে,
আমাদের প্রেমের ঘোড়া আস্তাবল থেকে।
তুমি সবার চেয়ে বেশি চঞ্চল,
সর্বদা আমার ওপর রেখো
তোমার ভালোবাসার আঁচল।

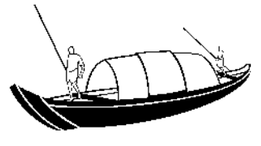

Created by Universal Document Converter

করোনা

রাহুল ব্যানার্জ্জী
বাণিজ্য বিভাগ, প্রথম সেমিস্টার

করোনা ও করোনা
তুমি চলে যাও না,
তুমি না বলে চিন থেকে কেনো এলে?
তুমি সে বিষয়ে কিছু বলো না।
তোমার জন্যে নেক মানুষের মৃত্যু ঘটেছে,
তুমি কি তা দেখতে পাচ্ছো না?
করো না ও করোনা
তুমি চলে যাও না।
তোমার জন্য মানুষের সাথে,
মানুষের হচ্ছে বিবাদ।
তুমি কি তা বুঝতে পারছো না?
তোমার জন্যে কেউ কারুর
বাড়ি এখন যায় না।
কারণ তুমি তাদের মনে ধরিয়েছো ভয়।
করোনা ও করোনা।
তুমি চলে যাও না।
তুমি যে বাড়িয়েছো মানুষের সাথে,
মানুষের দূরত্ব ও বাড়িয়েছো আতঙ্ক,
তাই তোমাকে ভয় পেয়ে
মানুষ এখন থাকছে ঘরে।
তুমি যে অদৃশ্য,
তাই গবেষকরা এখন বলছে
মানুষের এখন ঘরে থাকা চাই।
তাই সব দেশের প্রধানমন্ত্রীরা
ঠিক করলেন
লকডাউন অনেক দিনের হওয়া চাই।
করোনা ও করোনা
তুমি চলে যাওনা।
তোমার জন্য অর্থনীতি গেছে ডুবে,
শিক্ষা গেছে মাথায় উঠে
তাই শিক্ষকরা এখন ঠিক করলেন,

পড়াবো এবার টিভিতে বসে।
ছাত্র-ছাত্রীরা তা দেখে এখন
পড়া করে রাখে।
করোনা ও করোনা
তুমি চলে যাও না।
তোমার জন্যে কত মানুষের চাকরি গেছে,
কত মানুষের উঠেছে রাতের ঘুম।
কত মানুষ খেতে পাচ্ছে না,
তারা যে দ্ধকরছে কান্নাকাটি।
তা দেখে করোনা তোমার কি একটুও মায়া হয় না?
তোমার জন্যে গাজন হলো না,
হলো না আবার পাসা খাতার গণেশ পুজোও।
করোনা তোমার জন্যে এত আনন্দ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে,
তুমিকি দেকতে পাচ্ছ না?
করোনা ও করোনা
তুমি চলে যাও না।
করোনা তোমার জন্যে দূর্গাপুজো নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন,
দূর্গাপুজো হবে কিনা তা নিয়ে উঠেছে সন্দেহ।
কারণ কারিগররা এখন প্রতিমা গড়তে পাচ্ছে না
করোনা তোমার আতঙ্কের জেরে,
এবার দূর্গাপুজো না বন্ধ হয়ে যায়!
করোনা তোমার জন্যে,
তাহলে সব আনন্দ যাবে জলে ডুবে।
করোনা তুমি যে সব আনন্দ দিচ্ছ নষ্ট করে।
করোনা আমার তোমাকে অনুরোধ,
তুমি চলে যাও এই পৃথিবী ছেড়ে,
আর বাঁচতে দাও আমাদের শান্তি ভোরে
ঠিক যেমন ছিলাম আগে।
আমরা সবাই চাই আবার আগের মতো থাকতে।
তাই করোনা তুমি চলে যাও,
এই পৃথিবী ছেড়ে বহুদূরে।
ফিরে এসোনা এই পৃথিবীতে আবার নতুন করে।
করোনা ও করোনা তুমি চলে যাও না।

অন্বেষণ-২০২২-২৩

জীবন না নাটক

অসিত দে
নন-টিচিং স্টাফ, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ

জীবনের এই রঙ্গমঞ্চে
করছি মোরা নাটক
জীবন মোরা নাটকে গিয়ে
পড়েছি মোরা আটক।
জানা-অজানার সন্ধানে
বসুন্ধরা মাঝখানে
আমরা শুধু করে যাচ্ছি
বৃথা জীবনের নাটক।
জীবন কী শেষ হবে?
মনকী শান্ত হবে?
ক্লান্ত এ মন, ছাড়বে যখন
ছদ্মবেশী নাটক
তখন হয়তো খুঁজে পাবো মোরা
জীবন যুদ্ধের নাটক।
শেষ নাটকের দৃশ্যশেষে
জীবনের শেষ হাসি হেসে
যাব আমরা অবশেষে
নাট্যমঞ্চ ছেড়ে।
জীবনটা কি নাটক?
যেখানে গিয়ে শর্তে শর্তে
পড়েছি মোরা আটক।
নাটক কী জীবন?
যদি বা হতো তাই
তবে হয়তো কারো মনে
এতোদিনে পেয়ে যেতাম ঠাঁই।

গন্ধেশ্বরী নদী

বাবন বাউরী
পুষ্টি বিজ্ঞান বিভাগ
পঞ্চম সেমিস্টার

গ্রামের পাশে বয়ে গেছে
ছোট্ট নদী গন্ধেশ্বরী
নামে বাহার দেখে মনে হয়
নামটি রেখেছে কোনও ঈশ্বরী।
আমাদের এই ছোট্ট নদী
নামখানা তার বেশ
নদীটি কিন্তু ছোট্ট হলেও
চেনে তাকে সারা দেশ।
নদীর বুকে আছে ব্রীজ
তার উচ্চতা খুবই কম
বর্ষাকালে নদীর কান্ড দেখে
বুক করে ছম ছম।
বর্ষাকালে বৃষ্টি হলে
ব্রীজের ওপর বয়ে জল
তখন আবার দেকে মনে হয়
এ নদী যেন অথল।
হেঁটেও না, বাইকেও না
পেরোনো যায় না
কোনো গাড়িতে
তাই তখন দু-পারের মানুষকে
সারাক্ষণ থাকতে হয় বাড়িতে।

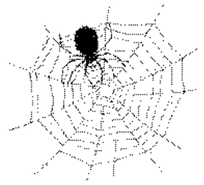

বন্ধুত্বের অঙ্গিকার

সোনালী মল্ল
কলা বিভাগ
প্রথম সেমিস্টার

বন্ধু মানেই অনেক কিছু
শব্দে যায না বলা
বন্ধু মানেই রক্ষাকারী
একসাথে যে চলা
বন্ধু মানেই একটা কিছু
ঝগড়া শোরগোল
বন্ধু মানেই সারাক্ষণ
ভাবনাতেই পাগল।
বন্ধু মানেই পরিচয়
দিন কিংবা বছর
বন্ধু মানেই বাসস্থান
হাসপাতাল আর কবর
বন্ধু মানেই জিততে দেবে
যতই সে হারুক
বন্ধু মানেই শেষ কথা
চোখের জলে সুখ।

Created by Universal Document Converter

গিদরী জখাজ

শুভেন্দু মান্ডি
সংস্কৃত বিভাগ, রোল-৯০৫, তৃতীয় বর্ষ

পাড়হা মিতীঞ খান ইঞদ বহঃ গেতঞ গাদুর
পাড়হাও মা বাঞ পাড় হাওয়া ইস্কুল হরয়িঞ উদুর।
ছুটি কাতেৎ হঞদাঁড় গদা ডাংরী গুপী
পাঁজা কাতেৎ হবাংকো ঞাম তিঞ ইঞীঃ রেনাঃ চুপি
আয়ু বাবা বকবয়হা ইঞদঞ আড়ি আট দোষী।
হিস্কী হড়মা যতকগে আড়ি আটকো কুশী—
যত আক্ত রগে মেনাঃ আ মেনাগ তিঞী শুশী।
দাকা জম মা লাহারেগে পাটগাঁড়ো কাতেঞ দুওুপ
হাকো রাশে ঞেল তরা আঙে আট গেঞ সিডুপ।
বাবা আয়ুকীণ এগেরীঞা বিধহৌ রাপাঃ লাজাওবানুতাম্
চো কথাহ বাং এম আঞ্জম হাপেম্ বুঝতনাঃ আম্।
হাড়াম হড়কোঞ ঞেল লেকোখান বহঃউপ পাড়ু
এসেদ কিদিঞা ঞমা টিং বীররেন হাড়াম হাড়ু।
ইঞীং মনেতেঞ যাহা কামী সানাঞ অনাঞ কামীয়া
হিড়িঞ গদীঞ হান্ডে লান্ডে মেন গদিঞ আদবাঞ বাড়ায়া।
বুদ্ধিমাত বাং তাহেকান গুরিচরেনাগ চেনাং
নেতারানিজ হেজ আঞ কান বুদ্ধিরেনা এলাং।।

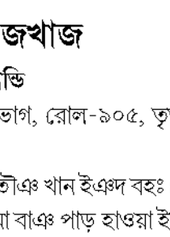

তোমার নাম

রূপরানী মান্ডি
ইংরাজী বিভাগ, রোল - ১০৬৭
পঞ্চম সেমিস্টার

তোমার স্মৃতি মনে করে
লিখতে বসেছিলাম কবিতা,
মন মস্তিষ্কের তর্কে কিছু লিখেছি প্রশংসা
আর কিছুটা করেছি তোমার নিন্দা।
লিখেছি তোমার আমার প্রথম দেকার কথা,
লিখেছি এটাও কেমন আমার হাত ছেড়ে
তোমার অন্যের হাত ধরা।
তুমি বলেছিলে, "ফিরে আসবো,
অপেক্ষায় থেকো তুমি",
কিন্তু তুমি যে অন্য কারো হয়ে গেছো,
সেটা আমায় জানিয়েছিল —
আমার এক বান্ধবী।
তুমি বিশ্বাস করো
এক লাইনও মিথ্যে কিছু লিখিনি,
তোমার মিথ্যে বলার দারুন
প্রতিভার বিশেষ উল্লেখ করেছি।
আশা করব তোমার ভালো লাগবে
আমার এই কবিতা,
এই যাহ্, শিরোনাম তো দেওয়াই হয় নি!
কি দেব বেইমান, নাকি শুধু লিখে দেব
তোমার নাম টা?

তনয়া

চিত্রা মান্ডি সংস্কৃত বিভাগ,
রোল নং- ১০০০, প্রথম সেমিস্টার

'তনয়া' এই শব্দটির মর্মে লুকিয়ে রয়েছে অনেক অর্থ যা সার্বারণভাবে নিরীক্ষণ করলে আমরা কখনোই বুঝতে পারবো না এর মূল অন্তর্নিহিত অর্থটি। মা দুর্গাকে যেমন - ভবানি,গৌরী, গায়েত্রী, পার্বতী, হিমানী, জয়া, কৈশরী, কাত্যায়নী, মহাগৌরী, বরুণী ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে ও নামে জানি। তেমনই 'তনয়া' শব্দটিও আমরা - দুহিতা, আত্মজা, সুতা, নন্দিনী, মেয়ে, কন্যা ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে জানি। আবার এই শব্দগুলি নাম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। অপর দিক দিয়ে এই 'তনয়া' শব্দটি এক নারী শক্তির রূপকেও ফুটিয়ে তুলেছে।

নারী বলতে প্রথমেই যে কন্যাগুলি উঠে আসে তার সৌন্দর্যতা, সুশীলতা, শিক্ষিতা, লাবন্যময়ীতা এবং কর্মদক্ষতা সম্পন্ন অর্থাৎ এককথায় বলতে গেলে সর্বগুণ সম্পন্না। একজন নারীর কাছে কোনো কিছু কাজই অসম্ভব নয়। একজন নারীও পারে সেবিকা হয়ে মানুষের সেবা করতে, শিক্ষিকা হয়ে শিক্ষাদান করতে, একজন ভালো গৃহিনী হতে, পুলিশ হয়ে মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে, উকিল হয়ে মত বিচার করতে, দেশকে শাসন করতে আবার একজন মা হয়ে সন্তানকে আগলে রাখতে। নারীরা পারে না এমন কোনো কাজ নেই।

কিন্তু তবুও আজও এই বর্তমান সমাজে কিছু কিছু মানুষ আছে যারা নারী মাত্রেই ভাবে দুর্বল, ক্ষমতাহীন, কলঙ্ক এবং কর্মদক্ষতাহীন। তাই তাদের উদ্দেশ্যে একটিই বক্তব্য যে নারী সম্পর্কে এমন মনোভাব না রেখে তাদেরকেও সমানভাবে দেখা উচিত। কারণ, নারীরাও এক গর্বের প্রতীক। তাই প্রতিটি ঘরে ঘরে যেন থাকে একটি করে তনয়া।

Created by Universal Document Converter

মাদক দ্রব্য ঃ নেশার সামগ্রী সেবন ও তার কুফল

ডঃ সমীর কুমার মুখার্জী

অধ্যক্ষ, বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ

ভূমিকা ঃ

মাদক দ্রব্য সেবন এবং তার কুফল আজ সমাজের বুকে এক জ্বলন্ত সমস্যা। ছাত্র-যুব থেকে শুরু করে প্রাপ্ত বয়স্ক, বৃদ্ধ এমনকী মহিলারাও আজ ভয়ানক সামাজিক ব্যাধির শিকার হচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ আমাদের দেশে এমনকি পৃথিবীর সর্বত্র এই মাদক দ্রব্য সেবনের কুফল জনিত কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। এই নেশা নিয়ে যারা বেঁচে আছে তারাও খুব ভালো নেই। অর্ধমৃত অবস্থায় সমাজের বোঝা হয়ে, গলগ্রহ হয়ে দিনাতিপাত করে চলেছে উদ্দেশ্যহীন ভাবে।

এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে তিন মিলিয়ন এরও বেশী মানুষ এই ভয়ানক ব্যধির করুন শিকার। তবে ভারতবর্ষে জনগণনার খামতির জন্যই হোক বা অন্য কোন কারণ হোক এই মাদক সেবনের হার নির্ণয় করা কঠিন। এটাও খুব ভীতি জনক খবর যে ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে প্রতি মিলিয়ন লোক সংখ্যায় প্রতি বছর প্রায় ১০জন মানুষ ড্রাগজনিত কারণে আত্মহত্যার শিকার হচ্ছে। National Crime Records Bureau -এর তথ্য অনুযায়ী মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং কেরালা এই ব্যাপারে শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। নিম্নলিখিত তথ্য থেকে এই বিষয়টা পুরো পরিস্কার হবে। ২০১৪ সালে ভারতবর্ষে ৩৬৪৭ জনের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছিল (NCRB)। তার মধ্যে মহারাষ্ট্রে ১৩৭২, তামিলনাড়ুতে৫৫২, কেরালায় ৪৭৫ জন এবং পাঞ্জাবে ৩৮ জনের আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়া যায়। আরো একটি জিনিস আজ ভাবিয়ে তুলেছে সকলকে, সেটি হল মাদকাশক্ত মানুষদের HIV সংক্রমন। প্রায় ২.৪ মিলিয়ন মানুষ এই মুহূর্তে HIV আক্রান্ত। এই সংক্রমনের হার হিসাবে ভারতবর্ষ এই মুহূর্তে পৃথিবীর তৃতীয় স্থানে রয়েছে। যাঁরা ড্রাগ নেন তাদের মধ্যে যাঁরা ইনজেকশন ব্যবহার করেন তারে ১০ শতাংশ সংখ্যা এই ভাইরাস আক্রান্ত হবার ভয় থাকে। HIV Positive যাদের আছে তারাও অনেক সময় নিজের বিষয়টা গোপন রাখে, পাছে সমাজে বিভিন্ন দিকে তারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে পড়ে। ফলে পাশাপাশি অন্যজনের আক্রান্ত হবার ভয় থেকে যায়।

ড্রাগ কি এবং কেন ?

ড্রাগ হল একটি রাসায়নিক বস্তু যেটা গ্রহণ করলে সে ওরাল-ই হোক, ইনজেকশনের মাধ্যমেই হোক অথবা ঘ্রান নেওয়ার মাধ্যমেই হোক তার রাসায়নিক গঠন অনুসারে শরীরে নানাভাবে বিরূপ প্রভাব তৈরী করে। WHO - 'A drug is a chemical substance which when taken into the body affects the natural way of person's body and mind work. Drug can be natural substance or can be made artifically." যাঁরা ইনজেকশনের মাধ্যমে ড্রাগ নেন, খুব দ্রুত রক্তের মধ্যে মিশে যাবার সুযোগ পায় বলে

শরীরে তাড়াতাড়ি প্রভাব বিস্তার করে। অন্যদিকে যাঁরা মুখ দিয়ে ড্রাগ সেবন করেন পরিপাকতন্ত্রের মাধ্যমে গিয়ে রক্তে মিশতে দেরী হয় বলে দেরীতে প্রভাব বিস্তার করে। যেভাবেই হোক না কেন ড্রাগের প্রভাবের আসল গন্তব্যস্থল হচ্ছে মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কে যে ডোপামিন বা নিউরোট্রান্সমিটার রয়েছে তার কাজ হচ্ছে আমাদের চলাফেরা, আবেগ, অনুভূতি, বিচারবুদ্ধি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রন করা। ড্রাগ মস্তিষ্কে পৌঁছালে ওর স্বাভাবিক কাজকর্ম পরিবর্তিত হয়। ফলে ড্রাগের প্রভাবে আসক্ত ব্যক্তির সমস্তরকম কাজকর্ম, আচরণ অস্বাভাবিক বলে মনে হয়।

ড্রাগ নেওয়ার কারণগুলি নিম্নরূপ ঃ—

(১) হতাশা, উদ্বিগ্ন, মানসিক অশান্তির হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য ড্রাগের প্রতি আসক্তির একটি কারণ। (২) অপরিণত মস্তিষ্কের ছেলেমেয়েরা যখন দেখে তাদের বন্ধু-বান্ধব, তাদের প্রিয়জন এবং যাদেরকে রোল মডেল বলে ভাবে তারা ড্রাগ নিচ্ছে, তখন তাদের মনেও সুপ্ত ভাবনা গড়ে উঠে ড্রাগ নেওয়ার পরিকল্পনা। (৩) যখন মনে একঘেঁয়েমি লাগে তখন এই ধারণা কাজ করে যে ড্রাগ নিলে ওই একঘেঁয়েমি, স্ট্রেশ দূর হয়ে যাবে। (৪) পূরনো দুঃখ-স্মৃতি ভুলে যেতেও অনেকে ড্রাগ ব্যবহার করেন। (৫) একবার ড্রাগ নেওয়ার পর যে সুখানুভূতি হয় সেই প্রথম সুখানুভূতি ফিরে পেতে পরবর্তী ধাপে আরো বেশী উচ্চতর ডোজ নিতে থাকে। (৬) প্রথম অবস্থায় বন্ধু-বান্ধবদের সাথে এই ড্রাগ নেওয়াটাকে একটু মজা হিসাবে দেখলেও পরবর্তী ধাপে ওর প্রতি আসক্তি বেড়ে যায়। (৭) যারা ব্রাউন সুগার, মরফিন, ম্যানড্রেক্স প্রভৃতি নেয় তারা একটা দল তৈরী করে। ওই দলের সদস্যসংখ্যা বাড়ানোর জন্য প্রথম প্রথম বিনা পয়সায় ড্রাগ সরবরাহ করা হয়। নতুন সদস্য পরবর্তী ধাপে ড্রাগের ডোজ বাড়াতে থাকে একই সুখানুভূতি পাবার জন্য। পুরোপুরি ড্রাগ নির্ভর হয়ে যায়। মনের মধ্যে এই ভাবনা কাজ করে যে সে ড্রাগ ছাড়া বাঁচতে পারবে না। নতুন প্রজন্মের যুবক যুবতীরা যারা এই ভাবনার শিকার হয় তাদের কাছে ড্রাগ ছাড়া আর কিছুই গুরত্ব পায় না।

ড্রাগের প্রকারভেদ এবং প্রতিক্রিয়া (উদাহরণ) ঃ—

(১) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উপর কাজ করে এরূপ ড্রাগ (CNS)

ক) মনের উপর প্রভাব বিস্তার করা ড্রাগ (Mental Activity) ঃ LSD /Mescaline /Cannabis (Hallucinogen আমাদের ধারণা বিকৃত করে দেয়)/Caffeine (Purine bases), Cocaine (Stimulant - মস্তিষ্কের উপর উত্তেজনা সৃষ্টি করে) Reserpine মানসিক অবসাদে এই ড্রাগ ব্যবহৃত হয়, Alcohol, Diazepam, Barbiturates.

খ) মনের উপর উত্তেজনা সৃষ্টি করে (Stimulant) (Analeptic drug) লেবোলিন স্ট্রিকনিন, ক্যাম্ফোর।

গ) Central Depressant of Motor functions ট্রোপেন অ্যালকেলয়েড্ যেমন অ্যাট্রোপিন, লাইয়োগসিন।

ঘ) যন্ত্রণা উপশমের জন্য ড্রাগ (Analgesic /Antipyretic)

i) Narcotics / Addicting Analgesics - Salicylates, Pyrazolone deribatives.

ii) Narcotic Analgesic - Morphine (Severe Pain relief) Codeine (Methyl morphine)

Created by Universal Document Converter

iii) Anti epilephre drug - Bromide, Phenobarbitar

iv) Anaesthetics - Intravenous / Inhalation

(২) **On Cardio - Vascular system -**

ক) Cardio glycosies - Digitalin, Stropanthin

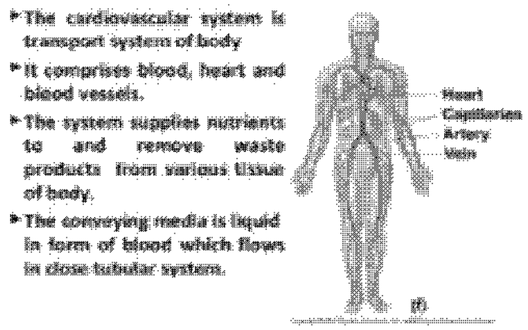

খ) Antirhythmic (Resetting of normal cardial rhythm) - Quinidine

গ) Antianginal (Vasodilator) drug (Increase blood flow) Nitrites

(৩) **On Blood nessels -**

ক) Peripheral vasoconstrictor - Ergotamine, Ephedmine

খ) Control Vasoconstrictor - Increase blood flow to deprived trssne.

গ) Vasoditafor - Papavarine (opium), Xanthin, Reserpine, veratrum alkaloids

(৪) **On Gastrointestinal and Renal system -**

ক) On stomach - i) carminative (relieve gastric trouble) - Peppermint,camphor

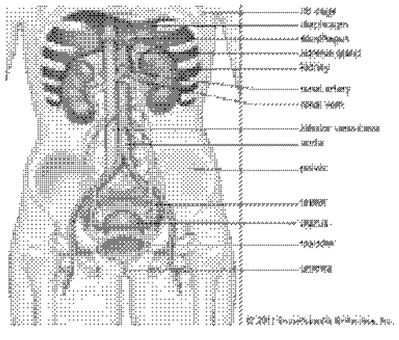

ii) Emetics (picrastin) iii) Digestants - Pepsin, Bile salt iv) Antacid - Aluminium hydroxide

খ) On Intestine - i) Cathartics - Promotes faecal passege - $MgSO_4$, Liquid pareffin (fubricart), Branfibre (Bulk-C) , ii) Chellating agents - Cholesstyramine, iii) Antidiarrhoea agent - Sedative activities e.g. opiates, Bismath, Calcium & Mg salts.

গ) On Renal systems - Diuretics .. e.g. Mannnital Urea.

(৫) **On Hematopoetic system** - i) অ্যানিমিয়া- Iron, Vit-12 ii) Anticoagulant - Heparin.

(৬) **On Endocrine Activity** - i) Pituitary hormone - ACTH, TSH, LH, FSH

ii) Adrenal Cortex hormone - glucosteroid iii) Thyroid hormone - Thyroxin

iv) Gonadal hormone - Oestrogen, Progesterone v) Insuline vi) Parathyroid hormone -Used for hypothyroidism (maintain ca++ ion) vii) Histamine & Antihistamines viii) serotonin -present in Brain, platelets of blood.

Drug Addiction Abuse / Misuse, Dependence Tolerance Withdrawl systems :

ড্রাগ নেওয়ার পর শরীরে কুফল সত্ত্বেও যখন এই ড্রাগ নেওয়া বন্ধ করতে পারা যায় না তখন তাকে Drug Addicton বলা হয়। ইহাকে SUD (Substance Use Disorder) ও বলে।

Drug Misuse এবং Drug Abuse ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার। Misuse বলতে সেটা বোঝায় সেটা হল ডাক্তারের Prescription অনুযায়ী ওষুধ না খেয়ে অনিয়মিতভাবে ওষুধ খাওয়া অর্থাৎ নির্দিষ্ট মাত্রার বাইরে বেশী অথবা কম ওষুধ খাওয়া। ওষুধের পুরো কোর্স ফলো না করা, Expiry date পেরিয়ে গেলেও সেই ওষুধ ব্যবহারে করা, একের Prescription অন্যের দ্বারা ব্যবহার ইত্যাদি। যদিও এগুলি সিরিয়াস মনে হয় না। কিন্তু এর পরিনাম ভয়ানক হবার সম্ভাবনা থাকে। অন্যদিকে Drug Abuse বলতে এমন কিছু ড্রাগ নেওয়া বোঝায় যা গ্রহণ কালে শরীরিক, মানসিক, ব্যবহারিক এমনকি বিচারবুদ্ধির হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে। অনেকের ধারণা থাকে কিছু অবৈধ ড্রাগ যেমন কোকেন, হেরোইন LSD, মিথানফিটামাইন প্রভৃতি নেওয়াকি বোঝায় যদি বৈধ ড্রাগ অ্যালকোহল নেওয়াকেও Drag Abuse অর্থাৎ ড্রাগের অপব্যবহার বোঝায়।

Drug dependance অর্থাৎ drug এর উপর নির্ভরতা বলতে বোঝায় যে ড্রাগ ক্রমাগতভাবে নিতে নিতে এমন একটা সময় আসে ঐ ড্রাগ সেবনকারী শারীরিক এবং শারীরবৃত্তীয় ভাবে ড্রাগের সাথে এমনভাবে খাপ খাইয়ে নেয়, যদি কোনদিন ড্রাগ না নেওয়া হয় তাহলে তার সমস্ত স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। এখানেই withdrawl symtom অর্থাৎ ড্রাগ পরিত্যাগ করার ফলে বিভিন্ন অস্বাভাবিক লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। ড্রাগের প্রকৃতি, মাত্রা প্রভৃতির উপর এই লক্ষণ সমূহের তীব্রতা প্রকাশ পায়।

ড্রাগের প্রতি সহনশীলতা (Drug Tolerance) বলতে যেটা বোঝায় সেটা হোল প্রথম ড্রাগ নেওয়ার সময় শরীর ও মনে যে উত্তেজক প্রভাব পড়েছিল পরবর্ত্তী ধাপে সেই পরিমান উত্তেজনা পেতে হলে ড্রাগের পরিমাণ ও মাত্রাও বর্ধিত হারে নিতে হবে। এই বর্ধিত মাত্রা ড্রাগ নেওয়ার ফলে সেবনকারীর শরীরে উৎসেচক ও বর্ধিতহারে নিঃসৃত হয়। ইহাকে মেটাবলিক টলারেন্স বলে। এচাড়া মস্তিস্কের কোষগুলির ড্রাগের ক্রমাগত মাত্রাবৃদ্ধির প্রতি সহনশীলতা কে সেলুলার টলারেন্স বলে।

Created by Universal Document Converter

কিছু কিছু ড্রাগের ক্ষতিকারক দিকগুলি আমাদের জানা দরকার ঃ—

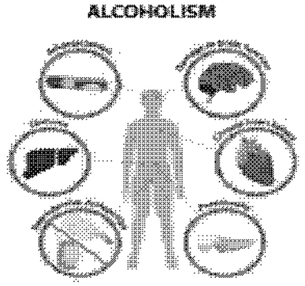

অ্যালকোহল ঃ তাৎক্ষণিক ফল - রিলাক্স, ধীর প্রতিক্রিয়া, ঝাপসা দৃষ্টি, কথা জড়িয়ে যাওয়া, বমি ভাব, অবচেতন মনোভাব, হ্যাংওভার, মাথাব্যথা। **দীর্ঘমেয়াদি ফল** - ক্ষুধামান্দ্য, স্মৃতিশক্তির হ্রাস, হতাশা, চর্মরোগ, লিভার ড্যামেজ, যৌনসমস্যা, পারিবারিক সমস্যা, স্নায়ুজনিত রোগ।

Withdrawal (প্রত্যাহার) সমস্যা ঃ- উদ্বিগ্নতা, ঘাম হওয়া, কম্পন, বিহ্বল ভাব...।

তামাক সেবন (সিগারেট পাইপ) ঃ- তাৎক্ষনিক ফল ঃ- নাড়ীগতি বৃদ্ধি, রক্তচাপ বৃদ্ধি, অম্লরোগ, ক্ষুধামান্দ্য, কিডনি দ্বারা কম পেচ্ছাপ তৈরী। **দীর্ঘমেয়াদি ফল ঃ**- শ্বাসকষ্ট, ব্রঙ্কাইটিস, হৃৎপিন্ডের সমস্যা, ক্যানসার, চোখের দৃষ্টি শক্তির হ্রাস এমনকী অন্ধত্ব।

Withdrawl লক্ষণ ঃ- নার্ভাসনেস, টেনশন বৃদ্ধি, মনঃসংযোগের অভাব, পেটের সমস্যা।

ক্যাফিন (কফি/চা) ঃ- তাৎক্ষণিক ফল - শরীরের তাপমাত্রাবৃদ্ধি, পেচ্ছাপ বৃদ্ধি, উচ্চরক্তচাপ, নার্ভাসনেশ।

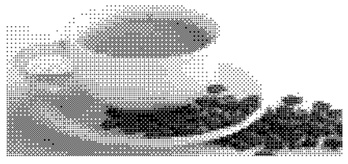

দীর্ঘমেয়াদি ফল ঃ- ৬০০ মিলিগ্রম পর্যন্ত প্রতিদিন যারা এই ড্রাগ নেয় তাদের শরীরে কোন টক্সিন ফল দেখা যায় না। কিন্তু প্রতিদিন ৬০০ মিলিগ্রাম বেশী হলে অনিদ্রা, হতাশা, হৃৎপিন্ডের সমস্যা, গর্ভবতী মহিলার মিশক্যারেজ পর্যন্ত হতে পারে।

গাঁজা (Cannobar) ঃ- তাৎক্ষণিক ফল ঃ- ক্ষুধাবৃদ্ধি, লালচোখ, স্বাভাবিকের তুলনায় কেশী হাসি, যে কোনো একদিকে মনঃসংযোগ, **দীর্ঘমেয়াদি ফল ঃ**- ব্রঙ্কাইটিস, ক্যানসার, মনঃসংযোগের অভাব, অনিয়মিত ঋতুস্রাব (মহিলা), যৌন ক্ষমতা হ্রাস। এই গাঁজা অ্যালকোহলের থেকে আরও বেশী বিপজ্জনক।

হেরোইন ঃ পপি অর্থাৎ পোস্ত গাছের ফল থেকে যেটা বেরোয় সেটা অফিং হিসাবে নেওয়া হয়। মরফিন নামক অ্যালক্যালয়েড্ থেকে এই হিরোইন তৈরি হয়। সাদা এবং বাদামী (ব্রাউন সুগার) রং পাউডার হিসাবে এটা গ্রহণ করা হয়। **তাৎক্ষণিক ফল ঃ**- ইনজেকশন, ঘ্রান অথবা ধোঁয়া হিসাবে নেওয়া যায় এবং রক্তে খুবতাড়াতাড়ি মিশে যায়। যন্ত্রনার উপশম্য, ধীর শ্বাসপ্রশ্বাস, কোষ্ঠকাঠিন্য, বমি ভাব CNS activity কম, Street heroin (heroin+glucose) বেশি নিলে (Injection) মৃত্যুও হতে পারে। **দীর্ঘমেয়াদি ফল ঃ**- নিমোনিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, টিটেনাস, যৌন অক্ষমতা, অনিয়মিত ঋতুস্রাব।

অ্যাম্ফিটামাইন ঃ- বাজারে স্পিড (সাদা/হলুদ পাউডার/ট্যাবলেট/তরল) হিসাবে বিক্রয় হয়। ইনজেকশন, ঘ্রান হিসাবে নেওয়া যায়। **তাৎক্ষণিক ফল ঃ**— ক্ষুধামান্দ্য, শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবৃদ্ধি, রক্তচাপবৃদ্ধি, উদ্বিগ্নতা, সন্দেহবাতিক, অতিরিক্ত আত্মপ্রত্যয়, অনিদ্রা। **দীর্ঘমেয়াদি ফল ঃ**- হিংস্রভাব, রক্তনালীর প্রতিরোধ, HIV Positive হেপাটাইটিশ-B.

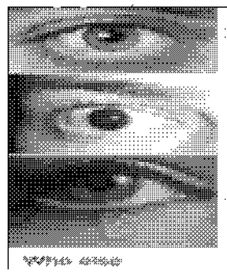

MDMA : (Methy dioxy Methamphetamine) ছোট ট্যাবলেট (বিভিন্ন রং) অথবা পাউডার হিসাবে নেওয়া হয়। ১৯১৪ খ্রীঃ জার্মান কোম্পানীর অবিষ্কার। ঘ্রাণ হিসাবে নেওয়া হয়। যারা সারারাত নাচে তারা এই ঘ্রাণ নেয়। **তাৎক্ষণিক ফল**- রক্তচাপ বৃদ্ধি, অন্যের প্রতি ঘনিষ্ঠতা, দাঁত কড়মড়, বমি ভাব। **দীর্ঘমেয়াদি ফল ঃ**- মস্তিষ্কের ক্ষতি, রক্তচাপ বৃদ্ধি, শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি।

টাঙ্কুই লাইজার ঃ—বেনজোডায়াজোপিন (Benzodiazepines) অথবা বেনজো Sedative হিসাবে নেওয়া হয়। **তাৎক্ষণিক ফল** - ঝাপসা দৃষ্টি, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, মাথা ঘুরান, কথাবার্তা জড়িযে যাওয়া, ধীরগতি। **দীর্ঘমেয়াদি ফল** - চর্মরোগ, ক্ষুধাবৃদ্ধি, যৌনক্ষমতা হ্রাস, মাথাব্যথা।

LSD (Lysergic Acid Diethylamide) - সাদা এবং গন্ধহীন পাউডার হিসাবে নেওয়া হয়। **তাৎক্ষণিক ফল** - অস্তিত্বহীন জিনিসকে দেখা, বিকৃত অবস্থায় কিছু দেখা, বমিভাব, Hallucinogenic effect যেমন শরীরে মাকড়শা হেঁটে যাচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ যেমন ব্যস্ত রাস্তায় দৌড়ান। **দীর্ঘমেয়াদি ফল ঃ**- স্মৃতিশক্তি হ্রাস, উপরোক্ত লক্ষণ।

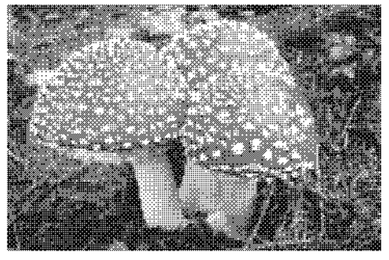

Psilocybin (Magic Mushroom) - শুকনো ছত্রাক (Mushoom) হিসাবে বিক্রয় হয়। এর ফলাফল LSD এর মতো।

উদ্বায়ী বস্তু (Volatile substance) — ঘ্রাণের সাথে নেওয়া হয়। যেমন Petroleum জ্বালানি, নখপালিশ, অ্যারোজল স্প্রে, টাইপিস্ট correction fluid ,আঁঠা, Paint thinner, Anacsthetic Powder - এই সবের ধোঁয়া ঘ্রান হিসাবে নেওয়া ইত্যাদি। সারা পৃথিবীতে কম বয়সী ছেলেমেয়েদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তাৎক্ষণিক ফল - কিছু কিছু পেট্রোল উপজাতের মধ্যে সীসা (Pb) থাকে বলে ব্লাড ক্যানসার হবার সম্ভাবনা থাকে। অস্বাভাবিক ঝাঁকুনি, ক্ষুধামান্দ্য, দুর্বলতা, কথাবর্ত্তায় জড়তা।

কোকেন (Cocaine) - Dental Surgery তে anesthetic হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সাদা পাউডার (কোকেন হাইড্রোক্লোরাইড) নাক দিয়ে টানা হয়। ধোঁয়া হিসাবেও নেওয়া হয়। উচ্চ তাপমাত্রায় ইহা নষ্ট হয়। **তাৎক্ষণিকফলাফল** -ক্ষুধামান্দ্য, হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি, বর্ধিত চোখের পাতা, মাথাঘোরা, উগ্র ব্যবহার, যৌন ইচ্ছার হ্রাস। **দীর্ঘ মেয়াদি ফল** - ফুসফুসের ক্ষমতা হ্রাস, রক্তবাহী নালীর বিস্ফোরন।

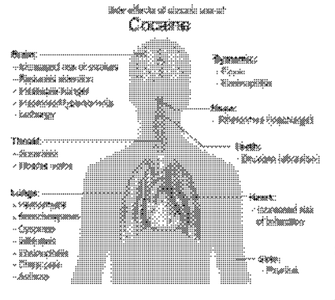

Withdrawl symptom- আত্মহত্যার প্রবণতা, বমিভাব, পেশীর যন্ত্রণা।

Created by Universal Document Converter

কিছু অভিজ্ঞতা / দেখা ঃ—

AIIMS (Delhi) :- ২০১৭তে দিল্লীতে ৪৬৪১০জন পথশিশু ড্রাগ ব্যবহার করে। তার মধ্যে হেরোইন সেবক - ৮৪০, আফিং-৪২০, pharmaceutical - ২১০, opoids sedatives -২১০, Ministry of Social Justice and empowerment, Delhi দ্বারা এই তথ্য প্রকাশিত হয়, AIIMS এর Study /Observation এর উপর ভিত্তি করে। ২০১১ তে ৫০৯২৩ জন শিশু (দিল্লী ফুটপাতে থাকা)-র মধ্যে ৪৬৪১১ জন ড্রাগ আসক্ত। ২০১৫ তে ৫৩ জনের (শিশু) অস্বাভাবিক মৃত্যু ড্রাগ জনিক কারণে। ২০১৬ তে ৩৪ জনের (শিশু) অস্বাভাবিক মৃত্যু ড্রাগ জনিত কারণে। — National Crime Record Bureou -র তথ্য অনুযায়ী।

কিছু সদর্থক পদক্ষেপ ঃ—

(১) ১১/০৮/২০১৬ তে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলকে নির্দেশ দেন প্রতিটি স্কুল/কলেজে ড্রাগ প্রতিরোধ-এর জন্য Action Plan তৈরী করে সারা বছরই ড্রাগ প্রতিরোধ এর জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়।

(২) Ministry of Social Welfare and Empowerment এবং National Drug Department Treatment Centre, AIIMS, New Delhi একটি মউ চুক্তি করেছে August-2016- যাতে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যস্তরে ড্রাগসেবনকারীর সংখ্যা নিরূপন করা যায়।

(৩) ঐ Ministry NSS-এর সাথে Collaborationএ শিলং এবং ইন্ডোর 2015-16 -এ Workshop-এর আয়োজন করা হয়। যাতে ড্রাগ এর খারাপ ফল এবং সচেতনতা বাড়ানো যায়।

(৪) প্রতি বছর ২৬ জুন 'International Day Agnainst Drug Abuse' পালন করা হয়। ড্রাগ Abuse -এর বিরুদ্ধে জন সচেতনতা বাড়ানোর জন্য ঐ দিন নানা অনুষ্ঠান, exhibition এমনকী যারা ভাল সদর্থক ভূমিকা পালন করেন তাঁদেরকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থাও করা হয় ঐ দিন।

(৫) 'Integrated Rehabilitation Centres for Addicts চালানোর জন্য কিছু NGO, পঞ্চায়েত রাজ প্রভৃতিকে Central Sector Scheme of Assitance for Prevention of Alcoholism and Substance (Drug) Abuse-এর পক্ষ থেকে সহযোগিতা করা হচ্ছে।

(৬) DACS (Delhi AIDS Control Socirty) এর প্রস্তাব অনুসারে ৪০০জন মেডিক্যাল অফিসার (২৬০টা দিল্লী ডিসপেনসারীতে কর্মরত) এবং ৩২টা দিল্লী সরকারী হাসপাতালে ১৫০জন Specialists দেরকে Training এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। IHBAS-এ (Institute of Human Behaviour and Allied Science)-এর কারণে যথেষ্ট সংখ্যক মনোবিদ এবং দক্ষ লোকের অভাব পূরণ হচ্ছে যারা এই Drug abuse check করবে। রাস্তার ড্রাগ বিক্রি, দোকানে ড্রাগ বিক্রি বন্ধ করাই প্রধান উদ্দেশ্য। ২০১৬ সালে ২০টি দোকানে লাইসেন্স বন্ধ করে দেওয়া হয়।

(৭) দিল্লী নিজামুদ্দিন পুলিশ স্টেশনে 'Chetana' নামে যে NGO আছে তারা Unofficial Re creation centre চালায়। যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা ড্রাগের নেশার শিকার হবার সম্ভাবনা থাকে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব জমায়।

ড্রাগ নিয়ন্ত্রণ ঃ—

এটাই সবচেয়ে আশ্চর্য্য যে ড্রাগের কুফল জেনেও মানুষ ড্রাগের নেশার দিকে ছুটেছে। গবেষণা করে দেখা গেছে যে ড্রাগের নেশার চিকিৎসার সাথে সাথে ব্যবহারিক therapy বেশী সুফল দেয়। (১) ড্রাগের কুফল জমিত সমস্যাগুলি সম্বন্ধে আরো বেশী সচেতন বাড়াতে হবে। (২) নিয়মিত ধ্যান-এ মনসংযোগ করলে ভিতরে যে শক্তি পাওয়া যায় তাতে ড্রাগের প্রতি আসক্তি কমে যায়। Aversion therapy (৩) ড্রাগের ডোজ কমিয়ে যখন ধ্যান-এর আগ্রহ দেখায়, ড্রাগ-সেবনের মধ্যে নূতন এক আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে যে, সে তখন ধ্যান এর প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়। তার মধ্যে নূতন ইচ্ছা শক্তি তৈরী হয়। ধ্যান এর মাধ্যমে অন্তরের মধ্যে এমন একটা শান্তি ও স্থিরতার ভাব গড়ে ওঠে যে ড্রাগকে তখন তুচ্ছ বলে মনে হয়।

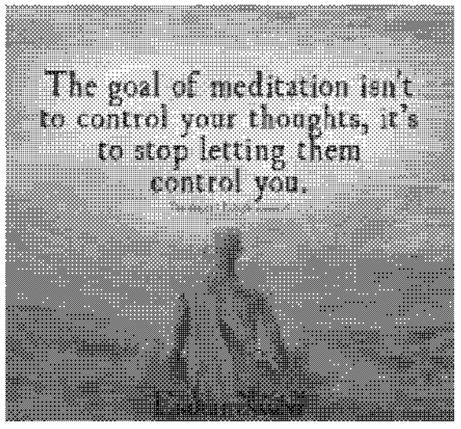

কতকগুলো Treatment Modelity হলো ঃ—

(১) **CBT (Cognitive Behavioural therapy) :** যে Negative চিন্তা মানুষকে ড্রাগের দিকে ঝোঁক সৃষ্টি করে সেই চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করা।

(২) **MET (Motivational Enhancement Therapy) :** ব্যাক্তিগত স্তরে একজন Therapist দ্বারা ড্রাগসেবককে বোঝাতে পারলে সঠিকভাবে ড্রাগসেবন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ হবে।

(৩) **Family Theraphy :** সঠিক উৎসাহ এবং support যদি family member দের কাছ থেকে পাওয়া যায় তাহলে, যে কোন ড্রাগ সেবনকারীর ভাল হয়।

(৪) এছাড়া Pharmaco therapy / substance use monitoring এ counseling (Individual therapy) মাধ্যমে সাময়িকভাবে অসুস্থ ড্রাগ সেবনকারীকে সঠিক রাস্তায় ফিরিয়ে আনা যায়।

—০—

Created by Universal Document Converter

Chemistry of Cancer cure

Tarun Kumar Das[a] and Dr. Susovan Bhowmik[b]

Phd Scholar[a] and Assistant Professor[b],

Department of Chemistry, Bankura Sammilani College, Bankura

"Drunk drivers drive to death" the adage is quite appropriate for the deadly disease like cancer. Cell division is one of the most important life processes, that converts a one cell zygote to a gigantic jumbo. Cell division happens normally abiding by certain rules.It follows a chemical signal and the process is called mytosis. When the cell gets older and becomes ineffective, it undergoes programmed cell death, which is called apoptosis. But there are cells which do not abide by any rule, do not wait for any chemical signal like the drunk drivers and repeatedly undergo cell division. These are called tumor cells. When tumor cells are malignant in nature, those cause cancer. Cancer cells undergo uncontrolled cell division, produce a lump in the affected region, spreads like wild fire and finally causes death.

Thakur Sri Sri Ramakrishna Dev had throat cancer. Modern science says that could be caused by excessive exposure of incense smoke. Those days cancer was very rare and nowadays it has spread its tentacles in every corner of the society, thanks to extreme level of air and water pollution. The substrates that causes cancer are called carcinogen (example: heavy metal, pesticides, polyaromatic compound, cigarette smoke etc.).

Cancer is a deadly disease. As far as its treatments are concerned, apart from surgery all form of treatments (chemotherapy, photodynamic therapy and radiation therapy) rely on chemistry.

Chemotherapy : In 1965, professor Barnet Rosenberg was researching extensively in the field of bio-physical chemistry. He planned to test the effect of electric field on cells. With the help of laboratory technician Loretta Van Camp he set up a culture with two platinum (Pt) electrodes at two ends and used ammonium chloride (NH_4Cl) as an electrolyte. He used Escherichia coli bacteria as the test sample cells and applied electric field for few hours. To his utter surprize, he found that the size of the Escherichia coli bacteria have increased upto 300 times. 'Oh my god!!" he exclaimed. But he was dismayed for a few days to analysethe result and discovered that the increase in size is the effect of inhibition of

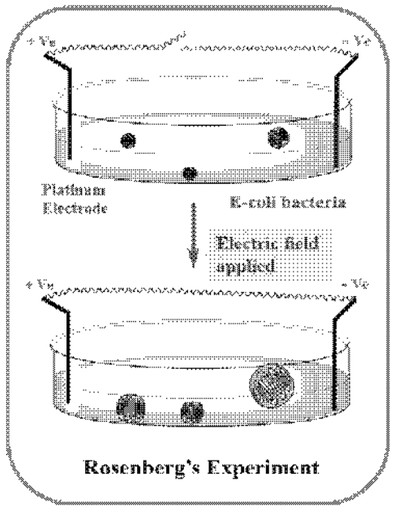

Rosenberg's Experiment

cell division. But what stops the cells to divide? The mistry required a few years of extensive research to demystify. Now, he was discussing with his phd students, how this result can be utilized in real life and was thrilled to foresee that if cell division stops this way it could have great implication in curing cancer, since cancer means uncontrolled cell division. Those days cancer was synonymous to death, having no remedy for that. He was excited that this breakthrough could be weaponized to kill the killer. But what stops cell division? This question plagued him day and night. The same experiment was reproduced for repeated times and Rosenberg found that the electrodes have been eroded and the thought soon flashed in his mind that probably some platinum compound is instantaneously generated in the solution, that stops cell division.

After two years of extensive research he understood it could be because of formation of Cis-platin compound in solution and he recollected later- "After two years of work it was determined that this chemical species are cis-platin and/or its platinum(IV) analog. This chemical had been synthesised in 1845 and was known as Peyrones's chloride. The elucidation of its structure by Warner was a major contribution to the establishment of a firm basis for coordination chemistry. Thus *cis*-platin indeed has a noble history. Our work showed for the first time that this class of chemicals also had significant biologic actions"

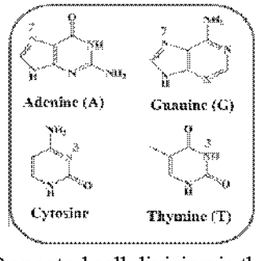

But the main problem in the usage of cis-platin as intravenous medicine is that it demonstrate extreme side effects like vomiting, hair loss, reduced immunity and kidney ailments etc. So, cis-platin requires a combination of other medicines to reduce the side effects. Drinking lots of water helps reduce the kidney problem. Now let's discuss how it works against cancer.

Repeated cell division is the main cause of concern in cancer. The prerequisite for cell division is DNA replication. If cis-platin is administered to the patient, lone pairs of N_7 nitrogen of the purines bases (adenine and guanine) coordinate with platinum replacing

Created by Universal Document Converter

two loosely bound chlorides. The pyrimidine bases (cytosine and deprotonated thymine) can also coordinate to platinum. This eventually forms intra and inter crosslinked DNA, which inhibits DNA replication and finally cell division for the cancer cells. This compels the cancer cells towards a programmed cell death, called apoptosis. The way the cancer cells experience death by application of chemical is called cancer chemotherapy. Despite its dangerous side effects, it is considered fit to increase life span and reduce few temporary complication for the patients.

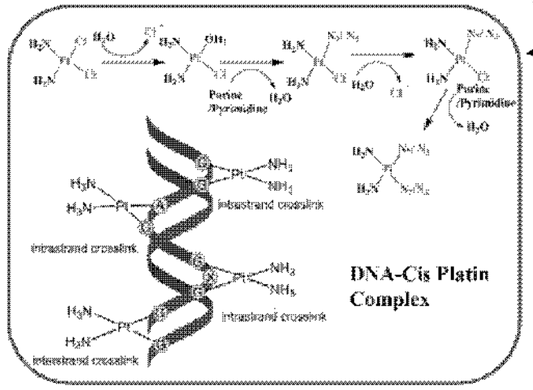

Scientists are researching extensively to reduce side effects of cis-platin and also to increase its efficacy for certain types of cancer and have discovered different platinum compounds like carboplatin, oxaliplatin, nedaplatin etc which are more efficient in specific cases of cancer.

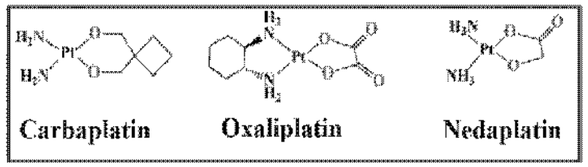

Photodynamic Therapy (PDT) : In this context let's discuss photodynamic therapy (PDT), another novel way to defeat cancer by application of light. In this process photosensitizers are injected to the patients which gets accumulated in the tumour or cancer cells. Now, irradiating with specific wavelength of light (produced by laser), high energy singlet oxygen ($^1O_2$) or reactive oxygen species

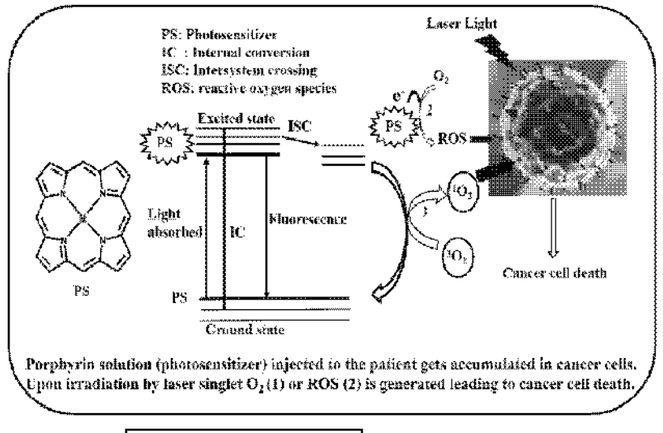

(ROS: O_2^-, O_2^{2-}, $OH^\cdot$) is generated, which oxidatively damage and destroy the cancer cells. The benefit of this therapy is that it limits damage to healthy cells. Different tetrapyrrole ring systems, and mostly porphyrins find their use as photosensitizers. Now the pictorial presentation can clarify how PDT works. This is also called light therapy.

Radiation therapy or radio therapy : Another remedy for cancer is radiation therapy or radio therapy. After the discovery of X-rays in 1895, by Wilhelm Conrad Röntgen in Germany, its clinical marvel in cancer treatment was realized. In 1911, Marie Curie won second Nobel Prize for her research on radium (Ra), also establishing her position as a pioneer in the field of radiation therapy. Since then, radiation therapy and specifically radiation oncology paved way for cancer treatment. Rapid progress continues to be boosted by advances in imaging techniques, computerized treatment planning systems, radiation treatment machines (with improved X-ray production and treatment delivery) as well as improved understanding of the radiobiology of radiation therapy. High-energy radiation damages genetic material (deoxyribonucleic acid, DNA) of cells and thus blocking cell division as well as its proliferation. Although radiation damages both normal cells as well as cancer cells, the goal of radiation therapy is to maximize the radiation dose to abnormal cancer cells while minimizing exposure to normal cells, which is adjacent to cancer cells or in the path of radiation.

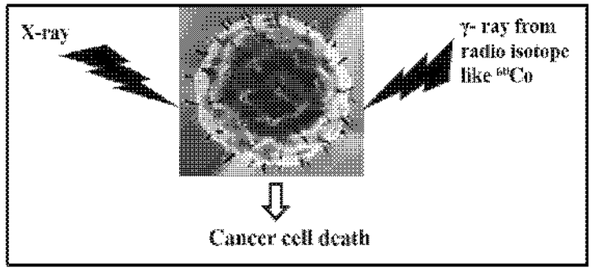

Normal cells can repair themselves at faster rate and retain its normal function than the cancer cells. Cancer cells in general are not as efficient as normal cells in repairing the damage caused by radiation treatment resulting in differential cancer cell killing. The source of radiation varies from X-rays to more penetrating gamma-rays from an artificial radioisotope (Cobalt-60 is most commonly used, this can be more precisely called radio therapy). Radium was the first radioisotope that was used for few decades. Pictorial presentation added for further clarification.

Long back (1930 to 1960), "radium needles", which looked like ordinary sewing needles but were bit thicker, about 1.5 mm, and hollow inside were in use for radio therapy. Radium needles were 30 to 40 mm long and contained a few milligrams of radium. The radiotherapist used to push ten or more such needles into the tumour, in a carefully planned

Created by Universal Document Converter

pattern with precise spacing. They were left in position for several days and were then withdrawn. That caused partial or complete death and damage of cancer cells.

In this regard an important fact that requires mention is, growth of cancer cells depends on nutrient levels, temperature and pH etc. In acidic pH cancer cells grow faster. Higher concentration of glucose stimulate growth of cancer cells. But, temperature has an adverse effect on them. Now, scientists and doctors are considering thermal/heat therapy (hyperthermia) for cancer cure, because normal cells are more resistant to heat than cancer cells. This is also termed as cancer immunotherapy.

In this context the words of Hippocrates (more than 2500 years back) should be remembered:

"Those who cannot be cured by medicine, can be cured by surgery.

Those who cannot be cured by surgery, can be cured by heat.

Those who cannot be cured by heat are to be considered incurable."

Hippocrates, c. 460-370 BC

Nowadays, because of unique optical and electronic property, gold nanoparticles (GNPs) are increasingly becoming promising candidate for cancer cure. It shows better drug delivery and is also a good candidate for photodynamic and photothermal therapy. So, chemistry plays a pivotal role in cancer cure.

নাৎসি জার্মানি, ব্যর্থ পরমানু বোমা প্রকল্প ও হাইজেনবার্গ

ডঃ মৃন্ময় সান্নিগ্রাহি

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, রসায়ন বিভাগ

বেশ কিছু দিন ধরেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ চলছে। দীর্ঘ যুদ্ধে জীবন ও সম্পত্তিহানি ছাড়াও রাশিয়ার দিক থেকে পরমানু বোমা বিস্ফোরণের সম্ভাবনাও উঁকি দিচ্ছে। এ পৃথিবী বহু যুদ্ধের সাক্ষী এবং পরমানু বোমা বিস্ফোরণের বীভৎসতাও তার অচেনা নয়। বেশ কয়েক দশক পিছনে ফেরা যাক। ৬ই আগষ্ট ১৯৪৫ এর অভিশপ্ত দিনে জাপানের হিরোশিমাতে আমেরিকার পরমানু বোমা ফেলার ঘটনা। সে খবর এসে পৌঁছল সুদূর ইংল্যান্ডের ফার্ম হলে মিত্রশক্তির হাতে আটক হাইজেনবার্গ সমেত এক দল জার্মান বিজ্ঞানীর কাছে। হাইজেনবার্গ বিড়বিড় করে উঠলেন — 'I don't belive a word of the whole thing'। ইনি সেই প্রখ্যাত নোবেলজয়ী জার্মান পদার্থবিদ ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ যিনি পদার্থবিদ্যার তৎকালীন নতুন তত্ত্ব কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর অন্যতম পথিকৃৎ এবং তার প্রস্তাবিত 'অনিশ্চয়তার নীতি' অনু-পরমানু জগতের মূলমন্ত্র হিসাবে বিবেচিত হয়। এহেন হাইজেনবার্গ আমেরিকার পরমানু বোমা ফেলার ঘটনায় এতো বিস্ময় প্রকাশ করছেন কেন? কারণ তৎকালীন হিটলারের জার্মানির পরমানু বোমা তৈরি প্রকল্পের মূল দায়িত্বে ছিলেন যে তিনি স্বয়ং! তিনি বিস্মিত এই ভেবে যে আমেরিকা পরমাণু বোমা তৈরি করে ফেলল কিন্তু তিনি বা তার জার্মানি ব্যর্থ।

জার্মান পরমাণু বোমা প্রকল্প যখন ম্যানহাটন প্রোজেক্ট -এর প্রভাবক

পরমাণু বোমা তৈরির কৌশল সূত্রপাত ১৯৩৮ সালে দুই জার্মান পদার্থবিদ - ওটো নাম এবং ফ্রিৎজ্ স্ত্রাসমান এর নিউক্লিয়ার ফিশন নামে এক শৃঙ্খল-বিক্রিয়া আবিষ্কারের হাত ধরে। তারা দেখালেন ইউরেনিয়াম এর ন্যায় ভারী মৌলের নিউক্লিয়াসকে নিউট্রন কণা দ্বারা আঘাত করলে তা দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট নিউক্লিয়াসে ভেঙ্গে যায় এবং প্রচুর পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়।

$$_{92}U^{235} + {}_{0}n^{1} \longrightarrow {}_{56}Ba^{141} + {}_{36}Kr^{92} + 3\ {}_{0}n^{1}$$

এই বিক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত শক্তির পরিমাণ প্রায় ১৭০ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট!

হাইজেনবার্গ এই ফিশন বিক্রিয়ার গুরুত্ব ও সম্ভাবনা উপলব্ধি করলেন এবং ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে জার্মানিতে একটি গোপন প্রকল্প নেওয়া হল যার ছদ্মনাম ছিল 'urnium club' । সে সময় জার্মানিতে হিটলারের শাসন এবং তার নেতৃত্বে উগ্র জার্মান জাতীয়তাবাদের ধুয়ো উঠেছে। পূর্বে যে জার্মানি ছিল দে শ বিদেশের বিজ্ঞানীদের পিঠস্থান, নিরাপত্তাহীনতায় সেখান থেকে তখন সবাই জার্মানি ছাড়ছেন। ইহুদি সম্প্রদায়ের লোকজন হিটলার — এর বাহিনীর প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিলেন। আইনস্টাইন থেকে শুরু করে হান্স বেথে, ভন নিউম্যান্, ওডওয়ার্ড টেলার, এনরকো ফার্মি কে ছিলেন না সেই দলে? সবার গন্তব্য ছিল আমেরিকা অথবা

Created by Universal Document Converter

ইউরোপের অন্য কোনো দেশ। আমেরিকা সবাইকে সাগ্রহে নিজ দেশে স্থান দিয়েছে। কিন্তু হাইজেনবার্গ ছিলেন আদ্যন্ত জার্মান এবং দেশপ্রেমিক, তাই তিনি হিটলারের জার্মানিতেই রয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে একজন অগ্রগণ্য বিজ্ঞানী হিসাবে অনেক দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত হন।

জার্মানীর পরমানু বোমা প্রকল্প বিষয় তখনও আমেরিকার কাছে অজানা ছিল। টনক নড়ল ১৯৩৯ এর অগাস্ট মাসে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট-কে লেখা আইনস্টাইন-এর এর চিঠিতে। '... it may become possible to set up a nuclear chain reaction in large mas of uranium by which vast amount of power and large quantities of new radium-like elements may be generated.'। যদিও আইনস্টাইন-এর চিঠিতে পরমাণু বোমা তৈরি বিষয়ের কোন উল্লেখ নেই, ছিল শৃঙ্খল-বিক্রিয়ার মাধ্যমে অপার শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনার কথা। আমেরিকার রাষ্ট্রীয় উচ্চ - পদাধিকারীরা নড়েচড়ে বসলেন। অনেকের ধারণা হল জার্মানি পরমানু বোমা তৈরি বিষয়ে হয়তো অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহে সে এক বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ালো আমেরিকারর কাছে। তাই সাত তাড়াতাড়ি তৈরি হল আমরিকার পরমানু বোমা প্রকল্প যাকে আমরা ম্যানহাটন প্রজেক্ট বলে চিনি। বিশ্বের তাবড় সব বিজ্ঞানীরা সেই প্রজেক্ট — এ যোগ দিলেন। রবার্ট ফারমেন, ম্যানহাটন প্রজেক্ট-এর চিফ অফ ফরেন ইন্টেলিজেন্স বর্ণনা করছেন — 'The Manhattan Project was built on fear : fear that the enemy had the bomb, or would have it before we could it.'। বিজ্ঞানী হান্স বেথে, যিনি ম্যানহাটন প্রজেক্ট-এর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন তিনি তার জীবনীকার-কে দেওযা সাক্ষাৎকারে জানান - '..... The fission bomb had to be done, because the Germans were presumably doing it...'। অর্থাৎ ম্যানহাটন প্রজেক্ট শত্রু পক্ষ বোমা তৈরি করে ফেলেছে বা তৈরি করার পথে এই ভয় থেকেই সূচিত হয়।

আমেরিকার তরফে জার্মানীর পরমাণু বোমা প্রকল্পের অগ্রগতির খোঁজ-খবর নিতে তৈরি হয়েছিল 'Alsos Mission'। এই মিশনের প্রধান নিযুক্ত হন স্যামুয়েল গুডস্মিত যিনি কোয়ান্টাম স্পিন আবিস্কারকদের মধে একজন। বিষয়টা এই জায়গায় গিয়েছিল যে শোনা যায় এই মিশনের অঙ্গ হিসাবে ১৯৪৪ সালে একবার সুইজারল্যান্ড-এর জুরিখে হাইজেনবার্গকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল! মরিস বার্গ নামে একজন আমেরিকান বেসবল প্লেয়ার-কে এই কাজে পাঠনো হয়। নির্দিষ্ট দিনে পিস্তল ও সায়ানাইড ক্যাপসুল নিয়ে সে সভাগৃহে প্রবেশ করে এবং হাইজেনবার্গ পরমানু বোমা বিষয়ক বক্তৃতা শুরু করলেই গুলি চালনার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু সৌভাগ্যবশত হাইজেনবার্গ সেদিন কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার ওপর তাঁর বক্তৃতা পেশ করেন। এই ঘটনা অবলম্বনে তৈরি হয়েছে 'The Catcher Was a Spy' নামক চলচিত্রটি।

১৯৪৪ এর শেষদিকে আমেরিকার কাছে মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে জার্মানরা বোমা তৈরি থেকে অনেক দূরে রয়েছে, শুধুমাত্র প্রাথমিক পর্যায়ের অগ্রগতি হয়েছে। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তি তথা হিটলারের জার্মানির পরাজয় ঘটে।

প্রকল্পের ব্যর্থতার কারণসমূহ

জার্মান পরমানু বোমা প্রকল্পের ব্যর্থতার কারণ খুঁজলে অনেক বিষয় উঠে আসে। যদিও হাইজেনবার্গ তার নিজস্ব প্রতিভায় গোড়াতেই শৃঙ্খল - বিক্রিয়ায় সম্ভাবনা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন কিন্তু নিজ দেশের অন্য

বিজ্ঞানী ও সরকারি উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের এ বিষয়ে ঠিকঠাক বুঝিয়ে উঠতে পারেন নি। ১৯৪২ এ বিজ্ঞানী ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সামনে দেওয়া এক বক্তৃতায় তিনি নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়ার সম্ভাবনা তুলে ধরেন। একই বক্তৃতায় তিনি কতটা পরিমান ইউরেনিয়াম প্রয়োজন তার উল্লেখ করেন এবং 'পরমানু বোমা' এই শব্দবন্ধ ব্যবহার করে কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি করেন। কিন্তু এর বাইরে তার এই প্রচেষ্টা খুব গুরুত্ব পায়নি। সেই বক্তৃতায় শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত থাকা হানস বেথের মন্তব্য — 'My first raction is that Herisenberg knew a lot more than I have always thought - the fact he reached many of these conclusions in one evening is most remarkable. In his lecture it was clear he was talking to people who were quite ignirant ...Apparently the other people didn't know very much about fission.'। অর্থাৎ নিউক্লিয়ার ফিশন বিষয়ে অন্যদের অজ্ঞতা এই প্রকল্পের পথে অন্যতম অন্তরায় ছিল।

হিটলার নিজেও এই প্রকল্প সম্বন্ধে খুব আগ্রহী ছিলেন না। বরং বহু দূরের লক্ষ্যভেদী মিসাইল তৈরিতে তাঁর আগ্রহ বেশি ছিল। হাইজেবার্গ তাঁর স্মৃতিচারণে এর উল্লেখ করেছেন — The government decided that work on the reactor project must be continued, but only on a modest scale. No orders were given to build atomic bombs'।

হিটলারে এই মনোভাব থেকে বোঝা যায় তিনি পরমানু বোমার ধ্বংস ক্ষমতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র অবহিত ছিলেন না। না হলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা তার পরবর্তী ইতিহাস অন্য রকম হতে পারত।

প্রযুক্তিগত দিক থেকে দেখলে সফল শৃঙ্খল-বিক্রিয়া ঘটাতে গেলে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ (uranium enrichment) প্রয়োজন। অর্থাৎ খনি থেকে প্রাপ্ত ইউরেনিয়াম-এ আইসোটোপ পৃথকীকরণের মাধ্যমে U-235 এর শতকরা পরিমাণ বৃদ্ধি করা। খনি থেকে প্রাপ্ত ইউরেনিয়াম এ বেশিরভাগ ইউরেনিয়াম (শতকরা ৯৯.২ ভাগ বা তার বেশি) U-238 হিসাবে থাকে, U-235 খুবই অল্প পরিমানে থাকে (শতকরা ০.৭২ ভাগ)। অথচ ফিশন বিক্রিয়ার ব্যবহারের জন্য U-235 এর শতকরা পরিমান ৮৫ বা তার বেশি হওয়া প্রয়োজন। তৎকালীন সময়ে জার্মানির খত্রআছে এই প্রযুক্তি ছিল না। জার্মান বিজ্ঞানীরা ইউরেনিয়াম-এর পরিবর্ত হিসাবে প্লুটোনিয়াম কেও বিবেচনার মধ্যে রাখেন নি।

শৃঙ্খল-বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিয়ামক বা Moderator -এর ভূমিকা ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ। হাইজেনবার্গ নিয়ামক হিসাবে গ্রাফাইট—এর তুলনায় ভারী জল বা Heavy Water (D_2O) ব্যবহার করার পক্ষে ছিলেন। সেই জন্য ১৯৪০-এ জার্মানি যখন নরওয়ে দখল করে তখন তারা নরওয়ে ভেম্রক -এ 'Norsk Hydro Heavy Water plant' এরও দখল নেয়। কিন্তু নিয়ামক হিসাবে ভারী জল গ্রাফাইট অপেক্ষা কম কার্যকর। তাছাড়া জার্মানির এই পরিকল্পনা বুঝতে পেরে মিত্রশক্তির তরফে ওই প্ল্যান্ট এর ওপর ক্রমাগত বোমা নিক্ষেপ করা হয়। ফলে জার্মান বিজ্ঞানীরা ওই প্ল্যান্ট এর সুবিধা ঠিক মতো নিতে

Created by Universal Document Converter

পারেন নি। অবশেষে ১৯৪৩ সালে নরওয়ের কমান্ডো বাহিনী ওই প্ল্যান্ট ধ্বংস করে ফেলে এবং প্রায় ৫০০ কেজি মত ভারী জল নষ্ট হয়।

হাইজেনবার্গ-এর ভূমিকা

ব্যর্থ জার্মান পরমানু বোমা প্রকল্পের কারণ হিসাবে অন্তর্ঘাত এর তত্ত্বও উঠে আসে। একটি জনপ্রিয় তত্ত্ব হল - হিটলারের আগ্রাসী মনোভাব লক্ষ্য করে হাইজেনবার্গ ইচ্ছাকৃত ভাবে পরমানু বোমা প্রকল্প বিলম্বিত করেন। যুক্তি হিসাবে বেশ কিছু বছর আগে হাইজেনবার্গ-এর সাথে ঘটে যাওয়া এক ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়। সবে হিটলার জার্মানির শাসন ক্ষমতা দখল করেছেন। তার লোকজন ইহুদি ও ইহুদি সম্পর্কে নরম মনোভাব পোষণ করা মানুষদের বেশ সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছে। হাইজেনবার্গ সবে মাত্র ৩১ বছর বয়সে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পেয়েছেন। কিন্তু স্বদেশীয় বিজ্ঞানী জোহানেস স্তার্ক তাঁকে 'সাদা ইহুদি' বলে প্রচার করতে লাগলেন। হাইজেনবার্গ-এর অপরাধ তিনি আইনস্টাইন-এর আপেক্ষিকতাবাদের সমর্থক। আর বিজ্ঞানী আইনস্টাইন যে ইহুদি! এই ঘটনায় হাইজেবার্গ রীতিমত বিম্বিনায় পড়েন। স্থানীয় সরকরি লোকজন তাঁর ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে শুরু করে এবং একবার তাঁকে এক গোপন জায়দায় জিজ্ঞাসাবাদ এর জন্য ডাকা হয়। হাইজেনবার্গ খুবই অপমানিত বোধ করেন কারণ সেই লোকজনদের মধ্যে তাঁর একজন প্রাক্তন গবেষক চাত্রও ছিলেন। অবশেষে হাইজেনবার্গ-এর মা ছেলের পরিস্থিতি দেখে নিজস্ব যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে সমস্যার সমাধান করেন। অনেকেই মনে করেন এই ঘটনার রেশ পরমানু বোমা প্রকল্পকে প্রভাবিত করেছিল। ১৯৪১ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেন -এ অপর বিজ্ঞানী নীলস্ বোরের সঙ্গে হাইজেনবার্গ-এর সাক্ষাৎকারকে বেশ সন্দেহের চোখে দেখা হয়। কারণ সেই সময় বিজ্ঞানী বোর আমেরিকার ম্যানহাটন প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই পটভূমিকায় ১৯৯৮ সালে তৈরি হয়েছে বিখ্যাত ব্রডওয়ে নাটক 'কোপেনগেহেন'। যদিও সেই নাটকে হাইজেনবার্গ-এর এরকম ভূমিকা স্পষ্ট হয়নি। হাইজেনবার্গ যেমন কোয়ান্টাম তত্ত্বে ইলেকট্রনের গতিবিধিকে পরিনামবাদিতার পরিবর্তে সম্ভাব্যতার মোড়কে বর্ণনা করেন একই রকম ভাবে জার্মান পরমানু বোমা প্রকল্পে তাঁর ভূমিকাও কিছুটা 'অনিশ্চয়তার' আঁধারে থেকে গেছে।

তথ্যসূত্র ঃ-

D Cassidy, ***Uncertainty : the Life and Science of Werner Heisenberg,***
W.H. Freeman 1993.

M. Eckert, ***Werner Heisenberg : controverial scientist,***
physics world Nov 2001.

আনন্দের মুহূর্ত

শীতেষ মন্ডল
রোল নং -৬৫১, মাইক্রোবায়োলজি

রাম নামের একটি বালক অচিনপুর নামের এক ছোট্ট গ্রামে বসবাস করত। রাম একজন মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে। বাবা মায়ের এক সন্তান, খুবই চঞ্চল প্রকৃতির কিন্তু বুদ্ধিতে ভালো। রামের বাবা একজন সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত। রাম প্রথমে তার গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যাপাঠে পড়াশুনা শুরু করে। পরে সে পাসের জুনিয়র স্কুলে ভর্তি হয়। সেই স্কুলের স্যার ও ম্যামরা রামকে খুব যত্ন সহকারে পড়াশুনা শিখিয়ে ছিলেন। ভালোমন্দের জ্ঞান রামকে শিখিয়েছেন। সেই স্কুলে যে কোনো অনুষ্ঠানে রাম বক্তৃতা দিয়ে সবার মন পেয়েছে। যখন রাম অষ্টম শ্রেণিতে উঠে তখন রাম তার প্রিয় স্কুলে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। পরবর্তী সময়ে রাম সেই স্কুলের মহামায়া ত্যাগ করে তার পাসের গ্রামের হাই স্কুলে পড়াশুনা করিতে যায়। সেই স্কুলে রাম নবম শ্রেণিতে উঠে। সেখানে রামের অনেক বন্ধু বান্ধবীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা হয় এবং সেই স্কুলের স্যার ম্যামদের সঙ্গে মিশতে মিশতে কখন রাম দশম শ্রেণিতে পা দিয়েছে সে নিজেও জানে না। সেই স্কুলের প্রতি শিক্ষক দিবসেই তাদের সিনিয়ার দাদারা ভাইদের রুমে এসে যেকোনো একটি বিষয়ের অধ্যায়ের উপর পড়াতেন। যে দাদারা ভালো পড়াতেন তাদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার দিয়ে সম্মান বিতরণ করতেন প্রিয় স্যাররা। রাম যখন নবম শ্রেণিতে ছিল তখন দেখেছে তাদেরকেও তাদের দাদারা এসে পড়িয়েছিলেন শিক্ষক দিবসের দিন। তাই রাম যখন দশম শ্রেণিতে উঠেছে তখন রামেরও পড়াবার মন হয়েছে। তাই রাম স্যারের কাছে যায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। কিন্তু রামের ভাগ্য রামকে সঙ্গ দেয় না। তার নীচের ক্লাসের সমস্ত রুম তার উপরের দাদার পড়নোর জন্য নিয়েছে এখন রামের কাছে একটি রুম ফাঁকা আছে সেটি হল নবম শ্রেণির রুম। রাম দশম শ্রেণিতে পড়ে, নবম শ্রেণিতে পড়াবে সেটি ভাবতেই রাম সংকোচ বোধ করে। পরে তার স্যাররা সাহস জোগালেন। রাম নাম নথিভুক্ত করতে রাজি হয়। রাম মুখে গম্ভির ভাব নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হয়। পরে তার বাবা নিজ কাজ সেরে ঘরে এলে রাম তার বাবাকে সমস্ত স্কুলের ঘটনা বলে। তার বাবা মুচকি এক গাল হেসে রামকে বলে 'চিন্তার কোনো কারণ নেই, যা নবম শ্রেণির বইটি নিয়ে আয়।' রাম তার বাবাকে বলে কোন বইটি নিয়ে আসবে। তার বাবা বলেন — 'তোমার সবথেকে প্রিয় বই যেটা, সেই বইটিই তুমি কাল ক্লাসে পড়াবে।' রামের ছোটোবেলার থেকে অঙ্কে আলাদায় পড়তে বসার মন। তার বাবা যখনি ফাঁকা সময় পেত তখনি রাম তার অঙ্ক বইটি নিয়ে এসে তার বাবার কাছে বসে পড়তো। এই বিষয়টির প্রতি রামের আলাদাই টান। তাই রাম আর দেরি না করে বাবার কথামত তার রুমে নবম শ্রেণির অঙ্কের বইটি খুঁজতে লাগল অনেক খুঁজবার পর রাম তার পুরানো নবম শ্রেণির বইটি খুঁজে পায়। সেই পুরনো নবম শ্রেণির বইটি রাম হাতে নিয়েই তার সেই পরানো দিনের নানা গল্পের কথা মনে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ পর রাম সেই বইটি নিয়ে তার বাবার কাছে যায়। রামের বাবা বলেন, 'পুরো গণিত বইটার মধ্য কোন অধ্যায়টি

Created by Universal Document Converter

তোর পচ্ছন্দ'। রাম তার বাবার প্রশ্নের উত্তরে আনন্দের সহিত বলে তার পুরো গণিত বইটিয়েই তার পছন্দ তার মধ্যে 'লাভ ক্ষতি' অধ্যায়টি সে একটু বেশি ভালো পারে। তার কথা শুনে তার বাবা লাভক্ষতি অধ্যায়টি আবার ভালো করে প্রস্তুতি করায় অর্ধেক রাত্রি, তারপর তার বাবা বিছানায় ঘুমাতে যান। রামও তার বাবার সাথে নিজের ঘরে ঘুমাতে যায়। সেই অর্ধেক রাত্রি রাম কে ঘুমাতে দেয়না রামকে নানান স্বপ্ন এসে রামের ঘুমকে বিচলিত করে।

এমনি করেই সে দিনের রাত্রি কাটিয়ে পরের দিনের সূর্য উদিত হয় এবং রাম তার বিছানা থেকে উঠে পড়ে। রামের স্নান ও খাওয়া দাওয়ার পর রামের বাবা রামকে বলেন চিন্তার কোনো কারণ নেই, মনকে শান্ত রেখে পড়ানো শুরু করবি। রাম তার বাবার কথা শুনে ঘাড় নাড়ে। এবং স্কুলের দিকে রওনা দেয়। রাম স্কুলে পৌছাতেই রামের শরীর প্রথমে কাঁটা দিতে শুরু করে। পরে রাম নিজের দশম শ্রেণির কক্ষে এসে তার বন্ধুদের কাছে এসে বসে। কিছুক্ষণ পর রাম তার বন্ধুদের বলে "আমি একবার বোর্ডে যাচ্ছি, দেখতো কেমন পড়াটা বুঝাতে পারছি।" - তার বন্ধুরা বলে 'তুই যা আমরা সবাই দেখছি।' রাম বোর্ডের সামনে গিয়ে দেখল সেইরকম কিছু ভয়ের কারণ নেই, সে ঠিকই পারবে। রামের বোর্ডে পড়ানো দেখানোর পর নিজের জায়গায় এসে বসল। তার বন্ধুরা রামের মনে সাহস দেওয়ার জন্য নানান রকম সুনাম দেয়। কিছুক্ষণ পর সেই কক্ষে স্যার এসে বলে রামকে নবম শ্রেণির কক্ষে পড়াতে যেতে হবে। এই কথা বলে স্যার কক্ষ থেকে চলে যান। স্যারের এই কথাটা শোনার পর রামের মনটা কিছুক্ষণের জন্য বিচলিত হলেও কাছে রামের বন্ধুরা ছিল তারা কিছুটা সাহস জুগিয়ে রামকে কক্ষ থেকে প্রস্থান করতে বললো। রাম দশম শ্রেণির কক্ষ থেকে প্রস্থান করে নবম শ্রেণির কক্ষে ঢুকতেই দেখে কক্ষের সবচেয়ে শেষের বেঞ্চে রামদের মাননীয় অরুণ স্যার ও তরুণ স্যার বসে আছেন। এই স্কুলে অরুন বাবু ও তরুন বাবু গণিতের শিক্ষক। এবং তাদের সামনের বেঞ্চে সমস্ত নবম শ্রেণির ছাত্র ও ছাত্রীরা দাড়িয়ে, রামকে হাস্যকৌতুক ভাবে বলেছেন— সুপ্রভাত স্যার। রাম মুচকি হেসে ছাত্রদের নিজের নিজের জায়গায় বসতে বলে। কিছুক্ষণ পর অরুণ স্যার বলেন, রাম তুমি যেই অধ্যায় নিয়ে পড়াবে সেই অধ্যায়টি বোর্ডে প্রথমে লিখ এবং মনে রেখো তোমার কাছে মাত্র ১৫ মিনিট সময় আছে। রাম স্যারের কথামত বোর্ডে লাভক্ষতি অধ্যায়টি লিখে শুরু করে পড়ানো। ১৫ মিনিট শেষ হওয়ার পর ঘন্টা পড়ে এবং তরুন স্যার বলেন , তোমার সময় শেষ। তোমাকে কিছু প্রশ্ন করব এই অধ্যাটির উপর। রাম সেই প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দিয়ে রাম সেই নবম শ্রেণির কক্ষ থেকে প্রস্থান করে। রামের বন্ধুরা আনন্দের সহিত জিজ্ঞাসা করে রামকে কিরকম পড়িয়েছে নবম শ্রেণির ছাত্রদের। রাম বন্ধুদেরকে বলে ভালোই। কিছুক্ষণ রাম তার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার পর বাড়ির দিকে রওনা দেয়। রাম বাড়ি এসে হাত পা জলে পরিষ্কার করে তার বাবার আসার প্রতীক্ষা করে। রামের বাবা কিছুক্ষণ পর বাড়িত আসেন। রাম তার বাবাকে স্কুলে যা যা ঘটেছে সব ঘটনা বলে। রামের বাবা বলে খুব ভালো। বাড়িতে কিছু প্রাইজ কালকে আসবে কী না? রাম তার বাবাকে বল, 'কালকে স্যাররা যা মনে করেন।' এই বলে রাম নিজের কক্ষে কিছুক্ষণ পড়াশোনা করার পর, রামের মা ডাক দেয় খাবার খেতে আসার জন্য। রাম রাতের খাবার শেষ করে নিজের রুমে ঘুমাতে যায়। পরের দিন সকালে রাম স্নান ও আহার করার পর স্কুলে যায়। আজ স্কুলের প্রার্থনা মঞ্চের শেষে স্যাররা নাম ডাকবেন কোন কোন ছাত্ররা ভালোভাবে পড়ানোর প্রদর্শন করেছে। প্রথম নামটি ডাকা হয় রামের উপরের কক্ষের বিশাল নমের এক ছাত্রকে। দ্বিতীয় নাম ডাকা হয় রামের ও তৃতীয় নাম ডাকা হয় রামের উপরের

কক্ষের আকাশ নামের এক ছাত্রকে। রামকে স্কুলের মাননীয় স্যাররা দ্বিতীয় পুরস্কার দেন। সেই পুরস্কার হাতে নিয়ে রাম আনন্দে আত্মহারা। সেই পুরস্কার নিয়ে রাম বাড়ি যায়। সেই পুরস্কার নাম নিজের বাড়ির লোক ও তার বাবাকে দেখায়। তার বাবা খুব আনন্দ পায়। রামের থেকেও বেশি আনন্দ পায় তাদের বাড়ির লোক। রামের বাবার এইরূপ আনন্দ দেখে রামের গর্বে বুক ফুলে ওঠে। সেই সময় রামের বাবা ও রামের বাড়ির লোকের হাসি-আনন্দ রাম কোনো দিন নিজের জীবনে ভুলতে পারে নি। পৃথিবীর সব আনন্দ একদিকে আর রামের বাড়ির লোকের মুখের হাসি আরেক দিকে। সেই আনন্দের মুহূর্তে রামের যতবার মনে পড়ে ততবার রামের নিজের অশ্রু থামাতে পারে না।

নিজস্ব পরিচয়

পূজা কুন্ডু
সংস্কৃত বিভাগ, রোল - ৯৩৩, পঞ্চম সেমিস্টার

জন্মগত সূত্রে প্রতিটি মানুষই একটি পরিচয় পেয়ে থাকে — তার অভিভাবকের পরিচয়। কিন্তু প্রশ্ন হল এই পরিচয়ই কী তার বাস্তব পরিচয়? এই পরিচয়ই কী সে সারাজীবন বহন করবে? পরিচয় কী ভবিষ্যতে পরিবর্তিত হয় না? এই সকল প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে সকলের পরিবর্তনশীল জীবনের মধ্যে। সময়ের গন্ডি ছাড়িয়ে প্রতিটি মানুষই তার পিতৃ-মাতৃ পরিচয়কে ছাড়িয়ে নিজস্ব একটা পরিচয় গঠন করে। আবার অনেকেই তার সন্তান বা স্বামীর পরিচয়ই বহন করে চলে।

জন্মের পর আমাদের সবার পরিচয় হয় ওমুকের মেয়ে বা তমুকের ছেলে। পরবর্তী সময়ে আবার পরিচয় হয় ওমুক/তমুকের স্ত্রী, আরও পরে হয় ওমুক তমুকের মা কিংবা বাবা। কিন্তু শুধু কি এই সব সম্পর্কের গাঁথা-ই পরিচয় হয়, আর অন্য কিছু হয় না? তাহলে বলতে হয়, কেন হয় না, হয়তো, সবারই হয় কিন্তু এই সব পরিচয় নিজেকে বানাতে হয়। এই পরিচয় সম্পর্কের সূত্রে কেউ পায় না। এই পরিচয় হল নিজস্ব নামের পরিচয়। আমাদের এ.পি.জে. আব্দুল কালাম এ সম্পর্কে অনেক কথা বলে গেছেন। আর জীবনে সাফল্য লাভ করলেই অভিভাবক বা স্বামী সন্তানের নামের পরিবর্তে লোক তোমাকে তখন নিজের নামে চিনবে জানবে। তখন তুমি নিজে এক নতুন পরিচয় বহন করবে। এর ফল স্বরূপ, পরবর্তী সময়ে তোমার নতুন পরিচয়ের সূত্রে তোমাকে কেন্দ্র করে তোমার অভিভাবক, স্বামী সন্তানদের অন্য পরিচয় হবে। তখন আগের মতো কেউ ওমুক বা তমুকের মেয়ে বা স্ত্রী বা পুত্র না বলে তখন তারা বলবে উনার বাবা বা উনার স্বামী বা উনার মা।

আর এই নতুন পরিচয় তো শুধু আসবে না। নিজের জীবনে এর জন্য সাফল্য আনতে হবে, করতে হবে কঠোর পরিশ্রম।

আগামী দিনগুলির জন্য সকলকে শুভকামনা জানাই। নিজেদের নতুন পরিচয় গঠনের জন্য।

Created by Universal Document Converter

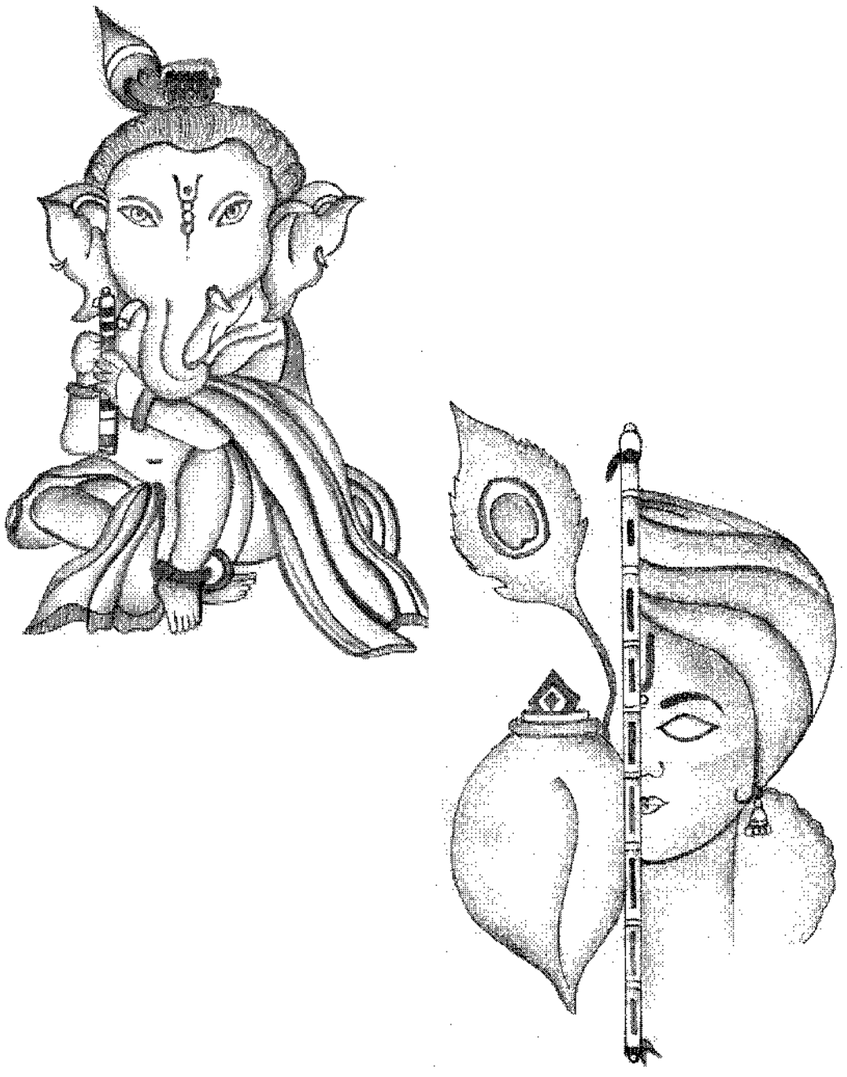

Taniya Biswas
5th Semister, History Dept.

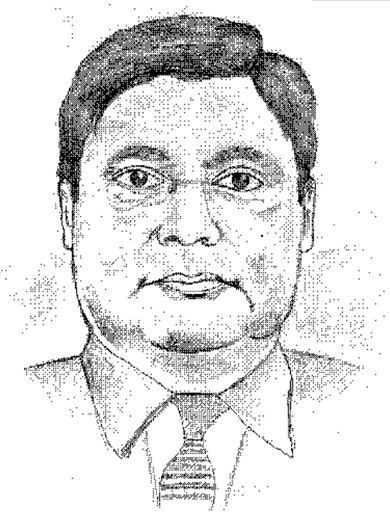

Prattus Mukherjee
5th Semister, Zoology Department

Munmun Mondal
1st Semister

Subhadip Dey
5th Semister, Philosopy Department

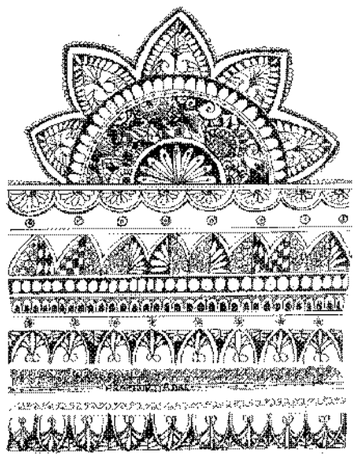

Prachurjya Das
5th Semi., Computer Science Dept.

Created by Universal Document Converter

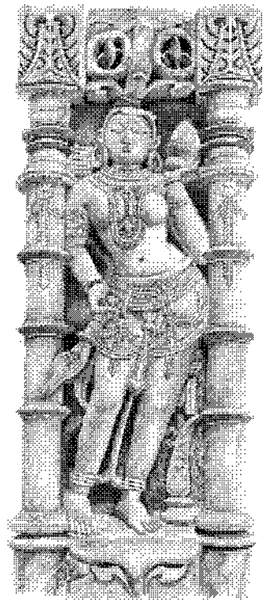

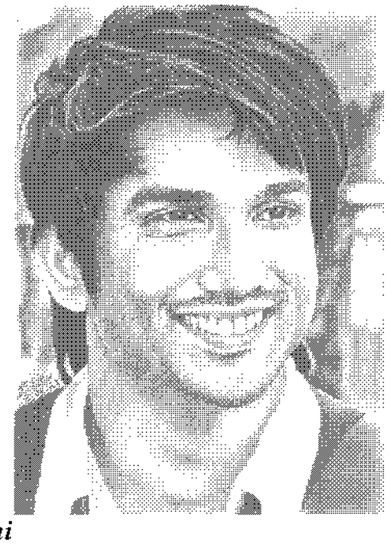

Riddhi
1st Semister

Shreya Mahanta
5th Semister, Sanskrit Department

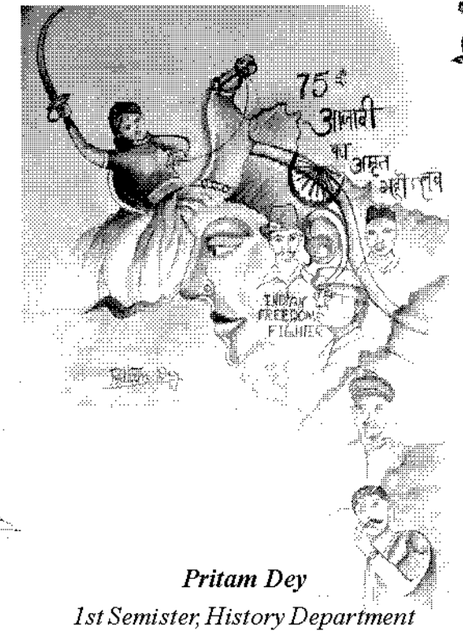

Pritam Dey
1st Semister, History Department

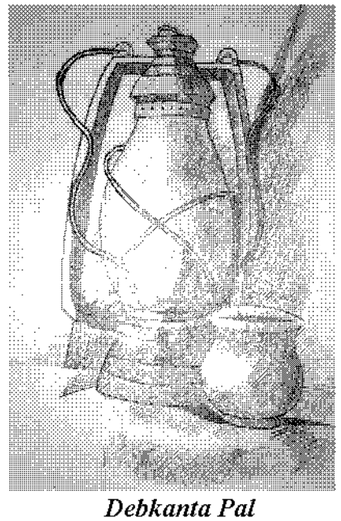

Debkanta Pal
1st Semister, Zoology Department

Created by Universal Document Converter

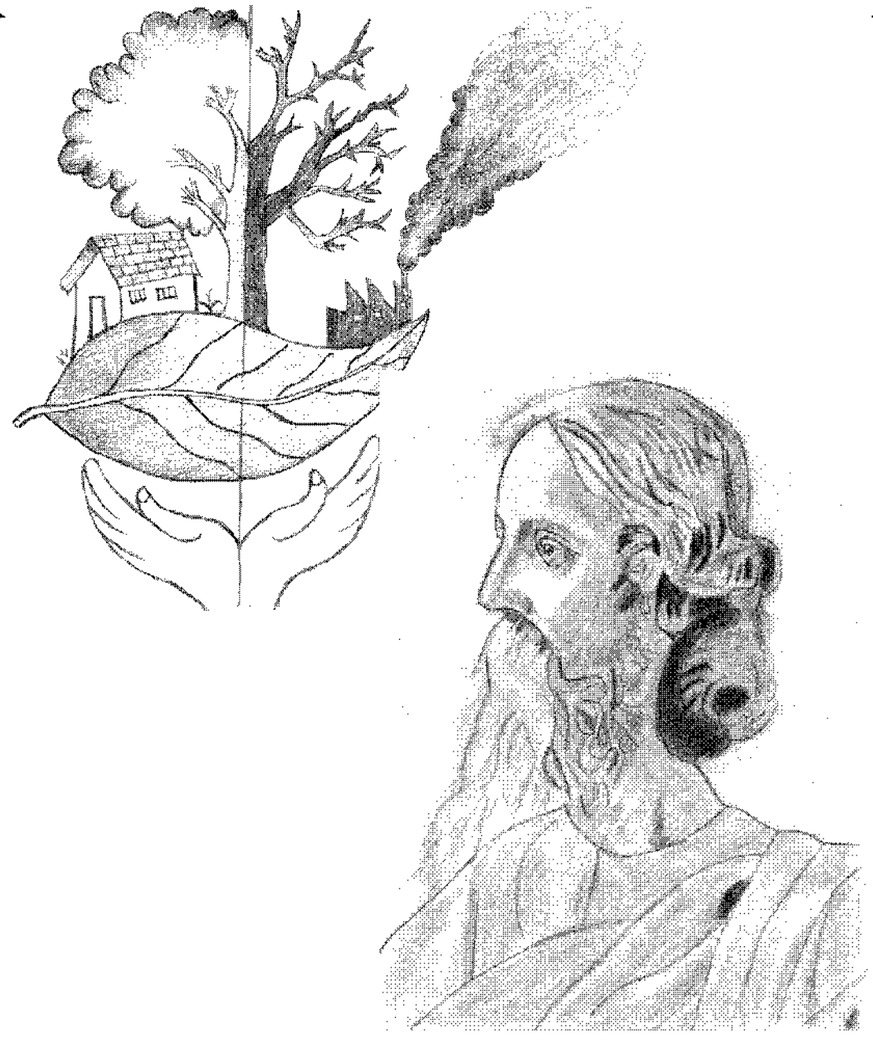

Dinesh Bhumij
5th Semister, Sanskrit Department

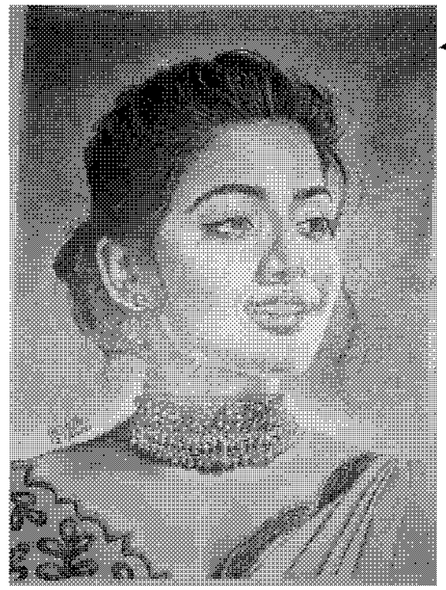

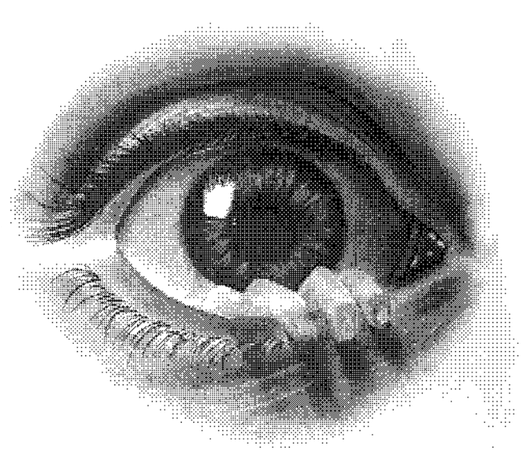

Riddhi
1st Semister

Created by Universal Document Converter

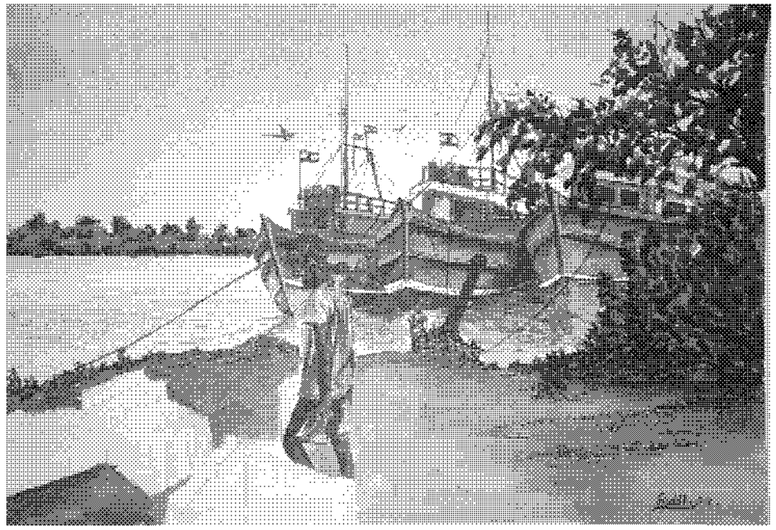

Riddhi

1st Semister

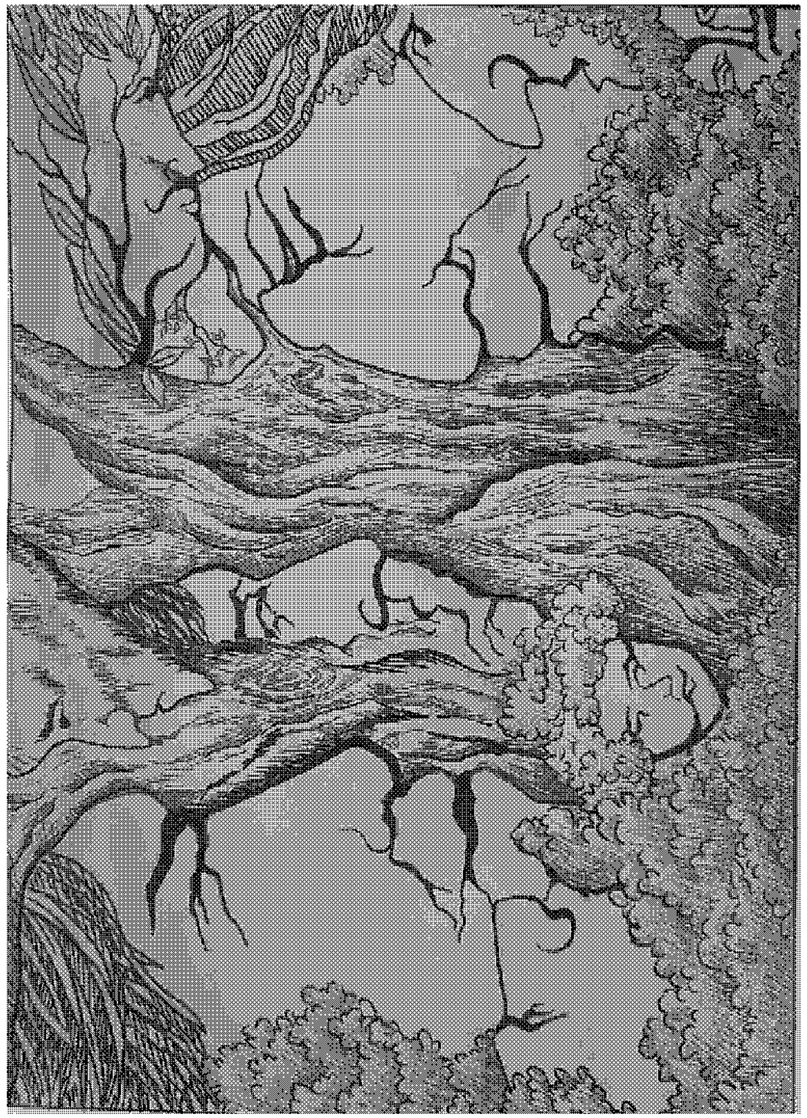

Sisir Das

3rd Semister

Created by Universal Document Converter

Orientation Programme (Department Wise)

Independence Day Celebration, 2022 (75th)

Principal Playing Table Tennis with College Students

Independence Day Celebration, 2022 (75th)

Inanguration of vermi-composting marketting

Motivational Programme at the college by 'Prajapita Brahmakumaris Iswariya Viswavidyalaya', Bankura Branch

Members of the Governing Body (24/12/2022 – 23/12/2026)

(From left to right : Dr. Swadesh Mandal (TR), CA Subrata Jana, Bursar (Invitee Nom.), Dr. Rajendra Prasad Mondal (TR), Dr. Druheen Chakraborty (Govt. Nom.), Dr. Samir Kumar Mukherjee (Principal / Secretary), Shri Arup Chakraborty MLA (President), Shri Samiran Sengupta (BST Nom.), Shri Ayandip Gorai (Students' Rep./Invitee Nom.), Dr. Bandana Sinha Mahapatra (Govt. Nom.), Mitra Sannigrahi (Univ. Nom.), Dr. Shantanu Hazra (TR), Dr. Manik Lal Das (Univ. Nom.), Shri Debasis Dutta (NTR))

Tree plantation Programme at Ailakundi ground of the college

Teachers' Day celebration by the NSS volunteers of the college-2022

Annual Games & Sports competitions of the college (2018-19)

Education Programme for local Slum Children (with joint Collaboration with 'Bohumukhi Mukhosher Aarale')

['Siksha Ratna' Award-2019 being conferred on 5/09/2019 to Dr. Samir Kr. Mukherjee, Principal of the College by Smt. Mamata Bandyopadhyay, Hon'ble Chief Minister, West Bengal at Netaji Indoor Stadium, Kolkata]

National Level Seminar on Biodiversity

Inauguration of Post Graduate Dept. in English

Yoga Hall inauguration, 2022

Inter-class Badminton Championship' 2022

Principal addressing the students during Freshers' Welcome Programme

New building of the college constructed from RUSA 2.0 Fund

Freshers' Welcome Programme, 2022

Garbage cleaning by the NSS volunteers of the college

Girls Posing before Inter- Class Ball-Passing Championship, 2022

02 (Two) Oxygen concentrators donated to the Patients of Bankura Sammilani Medical College and Hospital during COVID-19 Period

Principal with Students' Representatives

Principal Paying homage to National Heroes during Independence Day Celebration-2022

President, GB and the Principal with NCC Cadets at our College ground-2021

NCC Rally against Megapollution - 2019

'Jal jagoron' Training of Youth by NSS-2022

Inanguration of College Auditorium by Smt. Shampa Daripa, President, GB-2019

Farewell Prog. for Dr.Munmun Chatterjee (Assoc. Prof. & Head Dept. of Pol.Sc.) dt.31/12/2022

Principal addresses during Independence Day celebration - 2021

Seminar on Intellectual Property Right - 2019

National level seminar on Biodiversity - 2019

Tree plantation programme at the new campus of the college - 2020

Abhijit Bhuin during N.S.S. Republic Day Parade Camp , New Delhi from 1st - 31st January, 2021

TENTH onsite TCS Campusing for Kolkata
Our student joined on 14th June, 2021

TATA

Offer: BUSINESS PROCESS SERVICES
Ref: TCSL/DT20236469782/Kolkata/BPS/BTN
Date: 04/06/2021

Mr. Amrit De
1
Vill-Gurachhanda
P.O-Kukhrajore
Bankura-722133
West Bengal
Tel# -

Dear Mr. Amrit De,

Sub: Letter of Offer and Terms of Traineeship

Thank you for exploring training opportunities with **Tata Consultancy Services Limited(TCSL).** completed our initial selection process and we are pleased to make you an offer as "Trainee E

NSS WB State Award 2018-19 conferred in 2022

Ayndip Gorai
3rd Semester, Commerce Department

Sneha Basu
5th Semester, Philosophy Department